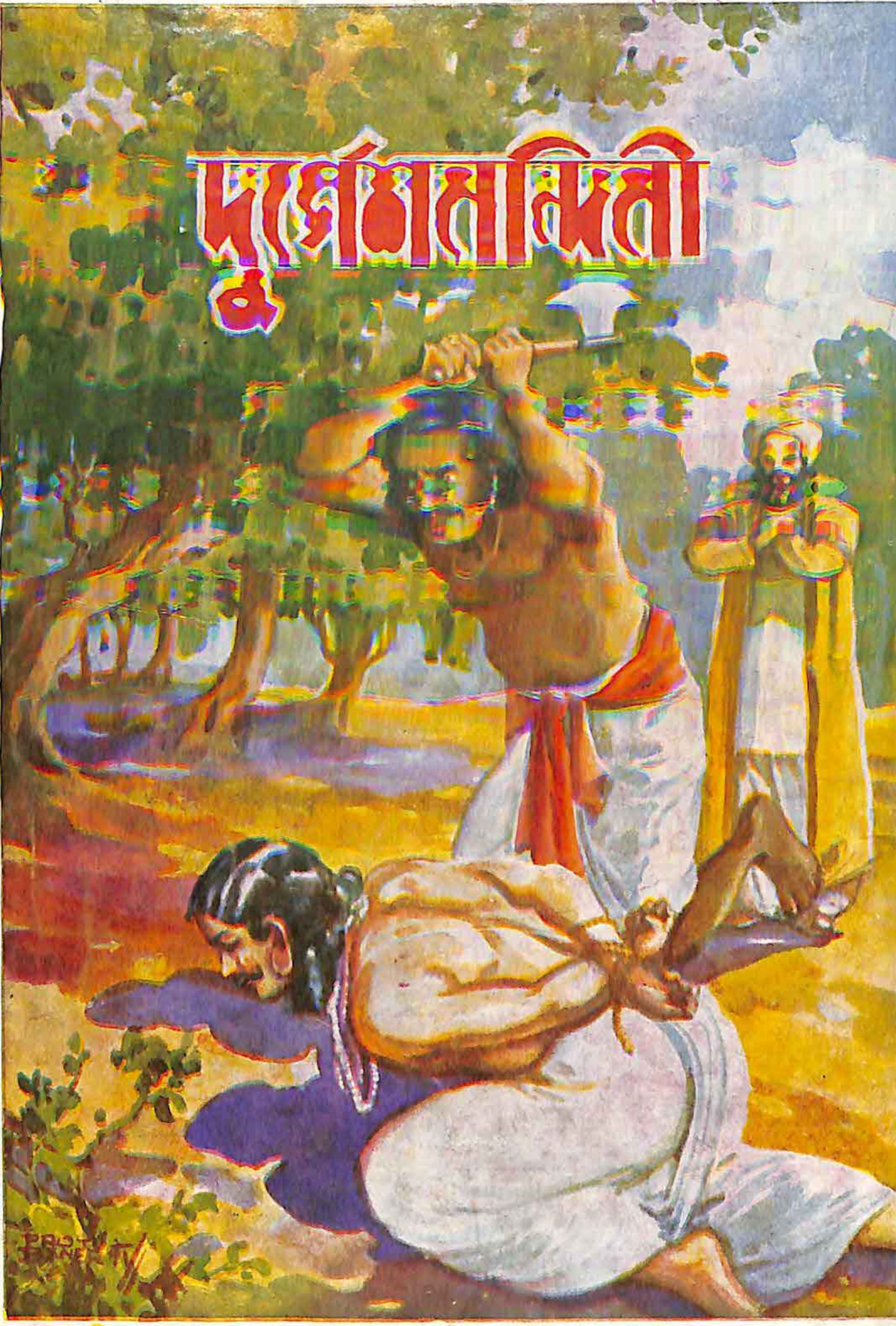

দুর্গেশনন্দিনী

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত
বিহার টেক্সট্‌বুক কমিটি কর্তৃক অষ্টম শ্রেণীর দ্রুত পঠনের জন্য
অনুমোদিত পাটনা ১৯৬৫

বঙ্কিম-গ্রন্থমালার ৬নং গ্রন্থ—

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের



দুর্গেশনন্দিনী

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

DURGESHNANDINI
CODE NO. 464012

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

মে
১৯৮৫
১৫

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ৮·০০

উপহার

ভূমিকা

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে একখানি। এই উপন্যাস সম্পর্কে অনেকে বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র নামি স্কটের আইভান্‌হো উপন্যাস থেকে এই গল্প নিয়েছেন। আইভান্‌হো হলো বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্‌টার স্কটের লেখা একখানি জগৎখ্যাত বই। দুর্গেশনন্দিনীর গল্পের সঙ্গে আইভান্‌হোর গল্পের কিছু কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলে গিয়েছেন, আইভান্‌হোর সঙ্গে দুর্গেশনন্দিনীর কোন সম্পর্ক নেই। দু'জন বড় ঔপন্যাসিক যে একই রকমের চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন না, এমন নয়। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর খ্যাতি তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। এই উপন্যাসখানি থেকে বাংলা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছিল। সেইজন্যে দুর্গেশনন্দিনী হলো বাংলা-সাহিত্যের একটা প্রধান পথ-নির্দ্দেশক।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

যতদিন জগতে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলাভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙালীর বুকে অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তবুও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সকলের উপরে থাকিবে। কারণ, তিনি যে শুধু জগতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক, তাই নয়, মানব-ইতিহাসে অতি অল্প-সংখ্যক এক-জাতের লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সভ্যতার রথ আগাইয়া চলে, ইংরেজীতে তাঁহাদের বলে—Pioneer, বাংলাভাষায় আমরা বলি, 'পথিকৃৎ'—যাঁহারা পথ তৈয়ারি করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে এবং আমাদের জাতীয়-জীবনে সেই পথিকৃৎ।

তিনি যে পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গেলেন, তাহা নয়, চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অন্তরে যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক-সম্রাটের মতন বসিয়া আছেন।

নৈহাটীর কাছে কাঁঠালপাড়া-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন—১৮৩৮, ২৬শে জুন। নৈহাটী ষ্টেশনের মুখে ঢুকিতেই রেল-লাইনের ধারেই ভগ্নপ্রায় তাঁহার বাড়ী চোখে পড়ে। এই বাড়ীটি আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটী-কলেক্টর ছিলেন। কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি কাঁঠালপাড়াতেই বাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব সেখানেই অতিবাহিত হয়। ছেলেবেলায় তিনি

অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর তিনি 'ডবল প্রমোশন' পাইতেন—ছেলেবেলা হইতে আবৃত্তি করিতে খুব ভালবাসিতেন।

মাত্র এগারো বৎসর বয়সে তিনি হুগলী-কলেজে ভর্ত্তি হন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি সেকালের জুনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার দুই বৎসর পরে তিনি সিনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম এনট্রান্স ও বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম-দলে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম বি-এ পাশ ছাত্র। বি-এ পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার সময়েই তিনি ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়া যান এবং চাকরি করিতে-করিতে তিনি আইন-পরীক্ষা দেন।

তাহার পর ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রত্যেক জায়গাতেই বিচারক হিসাবে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি হয়। সর্ব্বসময় তিনি আইনের মর্য্যাদা রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাহাকেও খাতির করিতেন না। সেখানে তিনি এতটুকু অন্যায় সুবিধা বা সুযোগ কাহাকেও দিতেন না। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল সগৌরবে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি করার পর তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী-কলেজে কিশোর ছাত্ররূপে তিনি সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার তের বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় বাংলা-সাহিত্যে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি সে-সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। লোকে তাঁহার রসাল কবিতা ও ছড়া পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র মনে-মনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার মত কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি কাগজ ছিল। সেই কাগজের নাম 'সংবাদ-প্রভাকর'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম লেখা সেই 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলি সবই কবিতা।

তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল, তাহার ভাষা এমন আড়ষ্ট, সংস্কৃত অনুস্বার-বিসর্গ আর সমাসের এমন ছড়াছড়ি আর মাখামাখি যে, তাহাকে সাহিত্যই বলা চলে না। তাহার মধ্যে মাত্র একজন সাহিত্যিক তখন কথ্য-ভাষায় গদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার নাম টেকচাঁদ ঠাকুর। সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাষা, বিন্যাস এবং ভাব দেখিয়া বাঙালী বিমোহিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষার মাঝামাঝি তিনি এমন অপরূপ এক গদ্য-ভাষা সৃষ্টি করিলেন, যাহার ছন্দে বাংলা সাহিত্যে নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। ভাষার যে এমন গতি থাকিতে পারে, ভাষার যে প্রাণ থাকিতে পারে, গদ্য-সাহিত্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, সেই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তারপর নির্ঝরিণী-ধারার মত বঙ্কিমচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা প্রভৃতি একটির পর একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

উপন্যাস ছাড়া, তিনি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালীর চেতনা জাগাইবার জন্য নানারকম নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন করিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবন তখন ঘন-অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয়-গৌরব সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটি ও অন্যায়, রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন,……বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমাদের জাতীয়-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবনের সমস্ত অভাব ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহিত্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল, সব দিক্ হইতে বাঙালীর চেতনাকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন।

বঙ্কিমের প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি সরকারী চাকুরে। বিশেষ করিয়া সে-যুগে ব্রিটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন-কিছু বলা, বা করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই বিরূপ অবস্থার মধ্য হইতে তিনি এই পরাধীন-জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিলেন, 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, পরাধীন জাতির মুখে তাঁহার জাগরণ-মন্ত্রকে তুলিয়া দিলেন—"বন্দে মাতরম্!"

অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে তিনি স্বহস্তে ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া প্রশস্ত পথ তৈয়ার করিয়া দিয়া গেলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন। সেই পথ ধরিয়াই আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহার 'কমলাকান্ত' মাতৃ-রূপের যে-স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আমাদের জীবনে আজ সে-স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সেই সময়ের মধ্যে বিপুল রাজকার্য্য সগৌরবে সম্পন্ন করিয়া, তিনি এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরাইয়া গিয়াছেন

বাঙালীর নব-জন্মদাতা…সাহিত্যিক-গুরু, তোমাকে প্রণাম!

— বন্দে মাতরম্!

দুর্গেশনন্দিনী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবমন্দির

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল-গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকাবৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। ক্রমে নৈশগগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত-সংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।

অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিলে ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্যসংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময়ে একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে, এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লাফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন। অবতরণমাত্র জানিতে পারিলেন যে, প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানাবলীর সংস্রবে ঘোটকের চরণ স্খলিত

হইয়াছিল ; অতএব নিকটে আশ্রয়স্থান আছে জানিয়া, অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন। নিজে অন্ধকারে সাবধানে সোপানমার্গে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তড়িতালোকে জানিতে পারিলেন যে সম্মুখস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির। কৌশলে মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, দ্বার রুদ্ধ ; হস্তমার্জ্জনে জানিলেন, দ্বার বহির্দ্দিক্ হইতে রুদ্ধ হয় নাই।

এই জনহীন প্রান্তরস্থিত মন্দিরে এমন সময়ে কে ভিতর হইতে অর্গল আবদ্ধ করিল, এই চিন্তায় পথিক কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। মস্তকোপরি প্রবল বেগে ধারাপাত হইতেছিল, সুতরাং যে কোন ব্যক্তি দেবালয়-মধ্য-বাসী হউক, পথিক দ্বারে ভূয়োভূয়ঃ বলদর্পিত করাঘাত করিতে লাগিলেন, কেহই দ্বারোন্মোচন করিতে আসিল না। ইচ্ছা, পদাঘাতে কবাট মুক্ত করেন, কিন্তু দেবালয়ের পাছে অমর্য্যাদা হয়, এই আশঙ্কায় পথিক তত দূর করিলেন না ; তথাপি তিনি কবাটে যে দারুণ করপ্রহার করিতেছিলেন, কাষ্ঠের কবাট তাহা অধিক ক্ষণ সহিতে পারিল না, অল্পকালেই অর্গলচ্যুত হইল। দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনই মন্দিরমধ্যে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ও তন্মুহূর্ত্তে মুক্ত দ্বারপথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথা যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল। মন্দিরমধ্যে মনুষ্যই বা কে আছে, দেবই বা কি মূর্ত্তি, পথিক তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আপনার অবস্থা এইরূপ দেখিয়া নির্ভীক যুবা পুরুষ কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া, প্রথমতঃ ভক্তিভাবে মন্দিরমধ্যস্থ অদৃশ্য দেবমূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ধকারমধ্যে ডাকিয়া কহিলেন, "মন্দিরমধ্যে কে আছ ?"

কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না ; কিন্তু অলঙ্কার-ঝঙ্কার-শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক তখন বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, বৃষ্টিধারা ও ঝটিকার প্রবেশ রোধার্থ দ্বার যোজিত করিলেন এবং ভগ্নার্গলের পরিবর্ত্তে আত্মশরীর দ্বারে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার

কহিলেন, "যে কেহ মন্দিরমধ্যে থাক, শ্রবণ কর; এই আমি সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। বিঘ্ন করিলে, যদি পুরুষ হও, তবে ফলভোগ করিবে; আর যদি স্ত্রীলোক হও, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও, রাজপুত-হস্তে অসিচর্ম্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।"

"আপনি কে?" বামাস্বরে মন্দিরমধ্য হইতে এই প্রশ্ন হইল। শুনিয়া সবিস্ময়ে পথিক উত্তর করিলেন, "আমার পরিচয়ে আপনার কি হইবে?"

মন্দিরমধ্য হইতে উত্তর হইল, "আমরা বড় ভীত হইয়াছি।"

যুবক তখন কহিলেন, "আমি যেই হই আমাদিগের আত্মপরিচয় দিবার রীতি নাই। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে অবলা জাতির কোনপ্রকার বিঘ্নের আশঙ্কা নাই।"

রমণী উত্তর করিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া আমার সাহস হইল, এতক্ষণ আমরা ভয়ে মৃতপ্রায় ছিলাম। এখনও আমার সহচরী অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা রহিয়াছেন। আমরা সায়াহ্নকালে এই শৈলেশ্বর শিব-পূজার জন্য আসিয়াছিলাম। পরে ঝড় আসিলে, আমাদিগের বাহক ও দাসীগণ আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারি না।"

যুবক কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না; আপনারা বিশ্রাম করুন, কাল প্রাতে আমি আপনাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিব।"

রমণী কহিলেন, "শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

অর্দ্ধরাত্রে ঝটিকা-বৃষ্টি নিবারণ হইলে, যুবক কহিলেন, "আপনারা এইখানে কিছুকাল কোনরূপে সাহসে ভর করিয়া থাকুন। আমি একটা প্রদীপ সংগ্রহের জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাই।"

এই কথা শুনিয়া, যিনি কথা কহিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, "মহাশয়, গ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না। এই মন্দিরের রক্ষক একজন ভৃত্য অতি নিকটেই বাস করে; জ্যোৎস্না প্রকাশ হইয়াছে, মন্দিরের বাহির হইতে তাহার কুটীর দেখিতে পাইবেন। সে ব্যক্তি

একাকী প্রান্তরমধ্যে বাস করিয়া থাকে, এজন্য সে গৃহে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিবার সামগ্রী রাখে।"

যুবক এই কথানুসারে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে দেবালয়-রক্ষকের গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহদ্বারে গমন করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। মন্দির-রক্ষক ভয়প্রযুক্ত দ্বারোদ্ঘাটন না করিয়া, প্রথমে অন্তরাল হইতে কে আসিয়াছে দেখিতে লাগিল। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে পথিকের কোন দস্যুলক্ষণ দৃষ্ট হইল না; বিশেষতঃ তৎস্বীকৃত অর্থের লোভ সম্বরণ করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। সাতপাঁচ ভাবিয়া মন্দির-রক্ষক দ্বার খুলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিল।

পান্থ প্রদীপ আনিয়া দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে শ্বেত-প্রস্তরনির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সেই মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে দুই জন মাত্র কামিনী। যিনি নবীনা, তিনি দীপ দেখিবামাত্র সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হইয়া বসিলেন। পরন্তু তাঁহার অনাবৃত প্রকোষ্ঠে হীরক-মণ্ডিত চূড় এবং বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত পরিচ্ছদ, তদুপরি রত্নাভরণপাট্য দেখিয়া পান্থ নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলেন যে, এই নবীনা হীন-বংশসম্ভূতা নহে। দ্বিতীয় রমণীর পরিচ্ছদের অপেক্ষাকৃত হীনার্ঘ্যতায় পথিক বিবেচনা করিলেন যে, ইনি নবীনার সহচারিণী দাসী হইবেন; অথচ সচরাচর দাসী অপেক্ষা সম্পন্না! বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ বোধ হইল। সহজেই যুবাপুরুষের উপলব্ধি হইল যে, বয়োজ্যেষ্ঠারই সহিত তাঁহার কথোপকথন হইতেছিল। তিনি সবিস্ময়ে ইহাও পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে, তদুভয় মধ্যে কাহারও পরিচ্ছদ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নহে, উভয়েই পশ্চিমদেশীয়, অর্থাৎ হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের বেশধারিণী। যুবক মন্দিরাভ্যন্তরে উপযুক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিয়া রমণীদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার শরীরোপরি দীপরশ্মি-সমূহ প্রপতিত হইলে, রমণীরা দেখিলেন যে, পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে; শরীর এতাদৃশ দীর্ঘ যে, অন্যের তাদৃশ দৈর্ঘ্য অসৌষ্ঠবের কারণ হইত। কিন্তু যুবকের বক্ষোবিশালতা এবং সর্ব্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠনগুণে

সে দৈর্ঘ্য অলৌকিক শ্রীসম্পাদক হইয়াছে। প্রাবৃট্-সম্ভূত নবদূর্ব্বাদল-তুল্য অথবা তদধিক মনোজ্ঞ কান্তি; বসন্ত-প্রসূত নবপত্রাবলীতুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপুতজাতির পরিচ্ছদ শোভা করিতেছিল, কটি-দেশে কটিবন্ধে কোষসম্বদ্ধ অসি, দীর্ঘ করে দীর্ঘ বর্শা ছিল; মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি একখণ্ড হীরক; কর্ণে মুক্তাসহিত কুণ্ডল; কণ্ঠে রত্নহার।

পরস্পর সন্দর্শনে উভয় পক্ষই পরস্পরের পরিচয় জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু কেহই প্রথমে পরিচয় জিজ্ঞাসার অভদ্রতা স্বীকার করিতে সহসা ইচ্ছুক হইলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলাপ

প্রথমে যুবক নিজ কৌতূহলপরবশতা প্রকাশ করিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অনুভবে বুঝিতেছি, আপনারা ভাগ্যবানের পুরস্ত্রী। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হইতেছে; কিন্তু আমার পরিচয় দেওয়ার পক্ষে যে প্রতিবন্ধক, আপনাদের সে প্রতিবন্ধক না থাকিতে পারে, এজন্য জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছি।"

জ্যেষ্ঠা কহিলেন, "স্ত্রীলোকের পরিচয়ই বা কি? যাহারা কুলো-পাধি ধারণ করিতে পারে না, তাহারা কি বলিয়া পরিচয় দিবে? গোপনে বাস করা যাহাদিগের ধর্ম্ম, তাহারা কি বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে? যেদিন বিধাতা স্ত্রীলোককে স্বামীর নাম মুখে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই দিন আত্মপরিচয়ের পথও বন্ধ করিয়াছেন।"

যুবক এ কথার উত্তর করিলেন না। রমণী বাক্যের উত্তর না

পাইয়া পথিকের মুখপানে চাহিলেন। তারপর কহিলেন, "মহাশয়! স্ত্রীলোকের সুনাম এমনই অপদার্থ বস্তু যে, বাতাসের ভর সহে না। অতএব এক্ষণে ঝড় থামিয়াছে, দেখি যদি আমরা পদব্রজে বাটী গমন করিতে পারি।"

যুবাপুরুষ উত্তর করিলেন, "যদি একান্ত এ নিশীথে আপনারা পদব্রজে যাইবেন, তবে আমি আপনাদিগকে রাখিয়া আসিতেছি।"

কামিনী উত্তর করিলেন, "আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে পাছে আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে করেন, এ জন্যই সকল কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারিতেছি না। মহাশয়! স্ত্রীলোকের মন্দ কপালের কথা আপনার সাক্ষাতে আর কি বলিব? আমরা সহজে অবিশ্বাসিনী; আপনি আমাদিগকে রাখিয়া আসিলে আমাদিগের সৌভাগ্য, কিন্তু যখন আমার প্রভু—এই কন্যার পিতা—ইহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি এ রাত্রে কাহার সঙ্গে আসিয়াছ, তখন ইনি কি উত্তর করিবেন?"

যুবক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এই উত্তর করিবেন যে, আমি মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সঙ্গে আসিয়াছি।"

যদি তন্মুহূর্ত্তে মন্দিরমধ্যে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও মন্দির-বাসিনী স্ত্রীলোকেরা অধিকতর চমকিত হইয়া উঠিতেন না। উভয়েই অমনি গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কনিষ্ঠা শিবলিঙ্গের পশ্চাতে সরিয়া গেলেন। বাগ্বিদগ্ধা বয়োধিকা গলদেশে অঞ্চল দিয়া দণ্ডবৎ হইলেন; অঞ্জলিবদ্ধকরে কহিলেন, "যুবরাজ! না জানিয়া সহস্র অপরাধ করিয়াছি, অবোধ স্ত্রীলোকদিগকে নিজ গুণে মার্জ্জনা করিবেন।"

যুবরাজ হাসিয়া কহিলেন, "এ সকল গুরুতর অপরাধের ক্ষমা নাই। তবে ক্ষমা করি, যদি পরিচয় দাও, পরিচয় না দিলে অবশ্য সমুচিত দণ্ড দিব।"

নরম কথায় সকল সময়েই সাহস হয়। রমণী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কি দণ্ড, আজ্ঞা হউক, স্বীকৃত আছি।"

জগৎসিংহও হাসিয়া কহিলেন, "সঙ্গে গিয়া তোমাদের বাটী রাখিয়া আসিব।"

সহচরী দেখিলেন, বিষম সঙ্কট। কোন বিশেষ কারণে তিনি নবীনার পরিচয় দিল্লীশ্বরের সেনাপতির নিকট দিতে সম্মতা ছিলেন না; তিনি যে তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিবেন, ইহাতে আরও ক্ষতি, সে ত পরিচয়ের অধিক, অতএব সহচরী অধো-বদনে রহিলেন।

এমন সময়ে যে বাহক ও রক্ষিবর্গ স্ত্রীলোকদিগকে রাখিয়া বৃষ্টির সময় গ্রামমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিল। দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া জগৎসিংহ পরিচারিকাকে কহিলেন, "কয়েকজন অস্ত্রধারী ব্যক্তির সহিত বাহকগণ শিবিকা লইয়া আসিতেছে, উহারা তোমাদিগের লোক কি না বাহিরে গিয়া দেখ।" বিমলা মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল যে, তাহারা তাহাদিগের রক্ষিগণ বটে।

রাজকুমার কহিলেন, "তবে আমি আর এখানে দাঁড়াইব না, আমার সহিত ইহাদিগের সাক্ষাতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অতএব আমি চলিলাম। শৈলেশ্বরের নিকট পার্থনা করি, তোমরা নির্ব্বিঘ্নে বাটী উপনীত হও. তোমাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, একথা সপ্তাহমধ্যে প্রকাশ করিও না; বিস্মৃত হইও না, বরং স্মরণার্থ এই সামান্য বস্তু নিকটে রাখো। আর আমি তোমার প্রভুকন্যার যে পরিচয় পাইলাম না, এই কথাই আমার হৃদয়ে স্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ রহিল।" এই বলিয়া উষ্ণীষ হইতে মুক্তাহার লইয়া বিমলার মস্তকে স্থাপন করিলেন। বিমলা মহার্ঘ্য রত্নহার কেশপাশে ধরিয়া রাজকুমারকে বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া কহিল, "যুবরাজ, আমি যে পরিচয় দিলাম না, ইহাতে আমাকে অপরাধিনী ভাবিবেন না, ইহার অবশ্য উপযুক্ত কারণ আছে। যদি আপনি এ বিষয়ে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকেন, তবে অদ্য হইতে পক্ষান্তরে আপনার সহিত কোথায় সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, বলিয়া দিন।"

জগৎসিংহ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "অদ্য হইতে পক্ষান্তরে রাত্রিকালে এই মন্দিরমধ্যেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এই স্থলে দেখা না পাও—সাক্ষাৎ হইল না।"

"দেবতা আপনাকে রক্ষা করুন" বলিয়া বিমলা পুনর্ব্বার প্রণত হইল। রাজকুমার পুনর্ব্বার উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, লম্ফ দিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোগল পাঠান

নিশীথকালে জগৎসিংহ শৈলেশ্বরের মন্দির হইতে যাত্রা করিলেন। জগৎসিংহ রাজপুত, কি প্রয়োজনে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কেনই বা প্রান্তরমধ্যে একাকী গমন করিতেছিলেন, তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে।

যতদিন না মোগল সম্রাট্দিগের কুলতিলক আকবরের অভ্যুদয় হয়, ততদিন এ দেশে স্বাধীন পাঠানরাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কুক্ষণে নির্ব্বোধ দাউদ খাঁ, সুপ্তসিংহের অঙ্গে হস্তক্ষেপণ করিলেন। আত্মকর্ম্মফলে আকবরের সেনাপতি মনাইম্ খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন। দাউদ ৯৮২ হেঃ অব্দে সদলে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন; বঙ্গরাজ্য মোগল ভূপালের কর-কবলিত হইল। পাঠানেরা উৎকলে সংস্থাপিত হইলে, তথা হইতে তাহাদিগের উচ্ছেদ করা মোগলদিগের কষ্টসাধ্য হইল। ৯৮৬ অব্দে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি খাঁ জাঁহা খাঁ পাঠানদিগকে দ্বিতীয়বার পরাজিত করিয়া উৎকলদেশ নিজ প্রভুর দণ্ডাধীন করিলেন। ইহারপর আর এক দারুণ



......"এই উত্তর করিবেন যে, আমি মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সঙ্গে আসিয়াছি।"

উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল। আকবর শাহ কর্তৃক বঙ্গদেশের রাজকর আদায়ের যে নূতন প্রণালী সংস্থাপিত হইল, তাহাতে জায়গীরদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের গুরুতর অসন্তুষ্টি জন্মিল। তাঁহারা নিজ নিজ পূর্ব্বাধিপত্য রক্ষার্থ খড়গহস্ত হইয়া উঠিলেন। অতি দুর্দ্দম্য রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে, সময় পাইয়া উড়িষ্যার পাঠানেরা পুনর্ব্বার মস্তক উন্নত করিল ও কতলু খাঁ নামক এক পাঠানকে আধিপত্যে বরণ করিয়া পুনরপি উড়িষ্যা স্বকরগ্রস্ত করিল। মেদিনীপুরও তাহাদের অধিকারভুক্ত হইল। ইহাকে দমন করিবার জন্য আকবর মানসিংহকে বঙ্গ ও বেহারের শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন।

মানসিংহ পাটনা নগরীতে উপনীত হইয়া প্রথমে অপরাপর উপদ্রবের শান্তি করিলেন। পর বৎসর উৎকল জয়ের উদ্দেশ্যে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে বর্ষাকাল সমুপস্থিত দেখিয়া মানসিংহ যুদ্ধযাত্রা আর করিলেন না।

এদিকে লোকমুখে মানসিংহ সংবাদ পাইলেন যে, কতলু খাঁ তাঁহার আলস্য দেখিয়া সাহসিক হইয়াছে, সেই সাহসে মান্দারণের অনতিদূর মধ্যে সসৈন্য আসিয়া দেশ লুঠ করিতেছে। রাজা উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া শত্রুদল কোথায়, কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছে, কি করিতেছে, এইসকল সংবাদ নিশ্চয় জানিবার জন্য তাঁহার একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রেরণ করা উচিত বিবেচনা করিলেন। মানসিংহের সহিত তাঁহার প্রিয়তম পুত্র জগৎসিংহ যুদ্ধে আসিয়াছিলেন। জগৎসিংহ এই দুঃসাহসিক কার্য্যের ভার লইতে সোৎসুক জানিয়া, রাজা তাঁহাকেই শতেক অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে শত্রু শিবিরোদ্দেশে প্রেরণ করিলেন।

রাজকুমার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া অচিরাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যৎকালে কার্য্য সমাধা করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন প্রান্তরমধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনা ঘটিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নবীন সেনাপতি

শৈলেশ্বর মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া জগৎসিংহ পিতৃশিবিরে উপস্থিত হইলে পর, মহারাজ মানসিংহ অবগত হইলেন যে, প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র পাঠানসেনা ধরপুর গ্রামের নিকট শিবির সংস্থাপন করিয়া নিকটস্থ গ্রাম সকল লুঠ করিতেছে এবং স্থানে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ বা অধিকার করিয়া, তদাশ্রয়ে একপ্রকার নির্ব্বিঘ্নে আছে। মানসিংহ দেখিলেন যে, পাঠানদিগের দুর্ব্বৃত্তির আশু দমন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু এ কার্য্য অতি দুঃসাধ্য। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ জন্য সমভিব্যাহারী সেনাপতিগণকে একত্র করিয়া এইসকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন।

সেনাপতিগণ নীরব রহিলেন। পরিশেষে রাজার প্রিয়পাত্র যশোবন্ত সিংহ নামক রাজপুত যোদ্ধা রাজাদেশ পালন করিতে অনুমতি প্রার্থিত হইলেন। রাজা হৃষ্টচিত্তে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কুমার জগৎসিংহ তাঁহার দৃষ্টি-অভিলাষী হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিলেন, তৎপ্রতি রাজার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তিনি বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাজ! রাজপ্রসাদ হইলে এ দাস, পঞ্চ সহস্র সৈন্য সহায়ে কতলু খাঁকে সুবর্ণরেখাপারে রাখিয়া আইসে।"

রাজা মানসিংহ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার রাজপুত-কুলধর্ম্ম-প্রতিপালনের ব্যাঘাত করিব না; তুমিই এ-কার্য্যে যাত্রা কর।" এই বলিয়া রাজকুমারকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিলেন, সেনাপতিগণ সকলে শিবিরে চলিয়া গেলেম।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গড় মান্দারণ

যে পথে বিষ্ণুপুর প্রদেশ হইতে জগৎসিংহ জাহানাবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই পথের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মান্দারণ গ্রাম। মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। যে রমণীদিগের সহিত জগৎসিংহের মন্দির মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া এই গ্রামাভিমুখে গমন করেন।

গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল। এইজন্যই তাহার নাম গড় মান্দারণ হইয়া থাকিবে। নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত ; নদীর একদিকে মানবহস্ত-নিখাত এক গড় ছিল ; আর এক দিকে এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল।

বাঙ্গালার পাঠান সম্রাট্‌দিগের শিরোভূষণ হোসেন শাহার বিখ্যাত সেনাপতি ইস্‌মাইল গাজি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কালক্রমে জয়ধরসিংহ নামে একজন হিন্দু সৈনিক ইহা জায়গীর পান। এক্ষণে বীরেন্দ্রসিংহনামা জয়ধরসিংহের একজন উত্তরপুরুষ এখানে বসতি করিতেন !

যৌবনকালে বীরেন্দ্রসিংহের পিতার সহিত সম্প্রীতি ছিল না। বীরেন্দ্রসিংহ স্বভাবতঃ দাম্ভিক এবং অধীর ছিলেন, পিতার আদেশ কদাচিৎ প্রতিপালন করিতেন, এজন্য পিতাপুত্রে সর্ব্বদা বিবাদ বচসা হইত। পুত্রের বিবাহার্থ বৃদ্ধ ভূস্বামী নিকটস্থ স্বজাতীয় অপর কোন ভূস্বামী-কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কন্যার পিতা পুত্রহীন, এজন্য এই বিবাহে বীরেন্দ্রের সম্পত্তি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা ; কন্যাও সুন্দরী বটে, সুতরাং এমত সম্বন্ধ বৃদ্ধের বিবেচনায় অতি আদরণীয় বোধ হইল, তিনি বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরেন্দ্র সে সম্বন্ধে

আদর না করিয়া নিজ পল্লীস্থ এক পতিপুত্রহীনা দরিদ্রা রমণীর দুহিতাকে গোপনে বিবাহ করিয়া, আবার বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। বৃদ্ধ রোষপরবশ হইয়া পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন ; যুবা পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যোদ্ধৃবৃত্তি অবলম্বন করিবার আশায় দিল্লী যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তৎকালে অন্তঃসত্ত্বা, এজন্য তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি মাতৃকুটীরে রহিলেন।

এদিকে পুত্র দেশান্তরে যাইলে পর, বৃদ্ধ ভূস্বামীর অন্তঃকরণে পুত্রবিচ্ছেদে মনঃপীড়ার সঞ্চার হইতে লাগিল। গতানুশোচনার পরবশ হইয়া পুত্রের সংবাদ আনয়নে যত্নবান হইলেন ; কিন্তু যত্নে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পুত্রকে পুনরানয়ন করিতে না পারিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে পুত্রবধূকে দরিদ্রার গৃহ হইতে সাদরে নিজালয়ে আনিলেন। উপযুক্ত কালে বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী এক কন্যা প্রসব করিলেন। কিছুদিন পরে কন্যার প্রসূতির পরলোক প্রাপ্তি হইল।

বীরেন্দ্র দিল্লীতে উপনীত হইয়া মোগল সম্রাটের আজ্ঞাকারী রাজপুত সেনামধ্যে যোদ্ধৃত্বে বৃত হইলেন। অল্পকালে নিজগুণে উচ্চপদস্থ হইতে পারিলেন। বীরেন্দ্রসিংহ কয়েক বৎসর ধন ও যশঃসঞ্চয় করিয়া পিতার লোকান্তর-সংবাদ পাইলেন। আর এক্ষণে বিদেশ পর্য্যটন বা পরাধীন-বৃত্তি নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। বীরেন্দ্রের সহিত দিল্লী হইতে অনেকানেক সহচর আসিয়াছিল। তন্মধ্যে জনৈক পরিচারিকা আর এক পরমহংস ছিলেন। পরিচারিকার নাম বিমলা, পরমহংসের নাম অভিরাম স্বামী।

বিমলা গৃহমধ্যে গৃহকর্ম্মে, বিশেষতঃ বীরেন্দ্রের কন্যার লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন। মুখশ্রী দেখিলে বোধ হইত যে, বিমলা যৌবনে পরমা সুন্দরী ছিলেন। প্রভাতে চন্দ্রাস্তের ন্যায় সে রূপের প্রতিভা এ বয়সেও ছিল। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ নামে অভিরাম স্বামীর একজন শিষ্য ছিলেন, তাঁর অলঙ্কারশাস্ত্রে যত ব্যুৎপত্তি থাকুক বা না থাকুক, রসিকতা প্রকাশ করার তৃষ্ণাটা বড়

প্রবল ছিল। তিনি বিমলার সঙ্গে খুব রসিকতা করিতেন। সেইহেতু বিমলা তাঁহার নাম রাখিলেন—"রসিকরাজ রসোপাধ্যায়।"

বিমলা বিধবা, কি সধবা? কে জানে? তিনি অলঙ্কার পরিতেন, একাদশী করিতেন না। সধবার ন্যায় সকল আচরণ করিতেন।

তুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমাকে বিমলা যে আন্তরিক স্নেহ করিতেন, তাহার পরিচয় মন্দিরমধ্যে দেওয়া গিয়াছে। তিলোত্তমাও বিমলার তদ্রূপ অনুরাগিণী ছিলেন। বীরেন্দ্রসিংহের অপর সমভিব্যাহারী অভিরাম স্বামী সর্ব্বদা তুর্গমধ্যে থাকিতেন না। মধ্যে মধ্যে দেশ-পর্য্যটনে গমন করিতেন। তুই একমাস গড়-মান্দারণে, তুই একমাস বিদেশ পরিভ্রমণে যাপন করিতেন। পুরবাসী ও অপরাপর লোকের এইরূপ প্রতীতি ছিল যে, অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রসিংহের দীক্ষাগুরু; বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে যেরূপ সম্মান এবং আদর করিতেন, তাহাতে সেইরূপই সম্ভাবনা। এমন কি, সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য অভিরাম স্বামীর পরামর্শ ব্যতীত করিতেন না ও গুরুদত্ত পরামর্শও প্রায় সতত সফল হইত। বস্তুতঃ অভিরাম স্বামী বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন; আরও নিজ ব্রতধর্ম্মে, সাংসারিক অধিকাংশ বিষয়ে রিপু সংযত করা অভ্যাস করিয়াছিলেন; প্রয়োজন মতে রাগ-ক্ষোভাদি দমন করিয়া স্থিরচিত্তে বিষয়ালোচনা করিতে পারিতেন। সে স্থলে যে অধীর দাম্ভিক বীরেন্দ্রসিংহের অভিসন্ধি অপেক্ষা তাঁহার পরামর্শ ফলপ্রদ হইবে আশ্চর্য্য কি?

বিমলা ও অভিরাম স্বামী ভিন্ন আশমানী নাম্নী একজন দাসী বীরেন্দ্রসিংহের সঙ্গে আসিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অভিরাম স্বামীর মন্ত্রণা

তিলোত্তমা ও বিমলা শৈলেশ্বরের মন্দির হইতে নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমনের তিন চারি দিবস পরে বীরেন্দ্রসিংহ নিজ দেওয়ানখানায় মছনদে বসিয়া আছেন, এমন সময় অভিরাম স্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দণ্ডবৎ হইলেন; অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রের হস্তদত্ত কুশাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন, অনুমতিক্রমে বীরেন্দ্র পুনরুপবেশন করিলেন। অভিরাম স্বামী কহিলেন, "বীরেন্দ্র! অদ্য তোমার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে।"

বীরেন্দ্রসিংহ কহিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "এক্ষণে মোগল পাঠানের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। মোগল পাঠান উভয় পক্ষই সেনা-বলে তোমার অপেক্ষা শতগুণে বলবান্, কাজেই এক পক্ষের সাহায্য ব্যতীত অপর পক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে না। আরও কথা এই যে, দুই পক্ষেরই সহিত শত্রুভাবে প্রয়োজন কি? শত্রু ত মন্দ; দুই শত্রুর অপেক্ষা এক শত্রু ভাল না? অতএব আমার বিবেচনায়, পক্ষাবলম্বন করাই উচিত।"

বীরেন্দ্র বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুমতি করেন?"

অভিরাম স্বামী উত্তর করিলেন, "যে পক্ষ অবলম্বন করিলে কোন অধর্ম্ম নাই, সেই পক্ষে যাও, রাজদ্রোহিতা মহাপাপ, রাজপক্ষ অবলম্বন কর।"

বীরেন্দ্র পুনর্ব্বার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "রাজা কে? মোগল পাঠান উভয়েরই রাজত্ব লইয়া বিবাদ।"

অভিরাম স্বামী উত্তর করিলেন, "যিনি করগ্রাহী, তিনিই রাজা।"

বীরেন্দ্র। আকবর শাহ?

অভিরাম। অবশ্য।

বীরেন্দ্র সক্রোধে কহিতে লাগিলেন, "আকবর শাহের পক্ষ হইলে, কোন্ সেনাপতির অধীন হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে? কোন্ যোদ্ধার সাহায্য করিতে হইবে? কাহার আনুগত্য করিতে হইবে? মানসিংহের? গুরুদেব! এ দেহ বর্ত্তমানে এ কার্য্য বীরেন্দ্রসিংহ হইতে হইবে না।"

অভিরাম স্বামী বিষণ্ণ হইয়া নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি পাঠানের সহায়তা করা তোমার শ্রেয়ঃ হইল?"

বীরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "পক্ষাপক্ষ প্রভেদ করা কি শ্রেয়ঃ?"

অ। হ্যাঁ, পক্ষাপক্ষ প্রভেদ করা শ্রেয়ঃ।

বী। তবে আমার পাঠান-সহকারী হওয়া শ্রেয়ঃ।

অভিরাম স্বামী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় নীরব হইলেন; চক্ষে তাঁহার বারিবিন্দু উপস্থিত হইল। দেখিয়া বীরেন্দ্রসিংহ যৎ-পরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "গুরো! ক্ষমা করুন; আমি না জানিয়া কি অপরাধ করিলাম, আজ্ঞা করুন।"

অভিরাম স্বামী উত্তরীয়বস্ত্রে চক্ষু পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, "শ্রবণ কর, আমি কয়েক দিবস পর্য্যন্ত জ্যোতিষী গণনায় নিযুক্ত আছি, তোমা অপেক্ষা তোমার কন্যা আমার স্নেহের পাত্রী, ইহা তুমি অবগত আছ; স্বভাবতঃ তৎসম্বন্ধেই বহুবিধ গণনা করিলাম।"

বীরেন্দ্রসিংহের মুখ শুষ্ক হইল; সাগ্রহসহকারে পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গণনায় কি দেখিলেন?"

পরমহংস কহিলেন, "দেখিলাম যে, মোগল সেনাপতি হইতে তিলোত্তমার মহৎ অমঙ্গল।"

বীরেন্দ্রসিংহের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইল। অভিরাম স্বামী কহিতে লাগিলেন, "মোগলেরা বিপক্ষ হইলেই তৎকর্ত্তৃক তিলোত্তমার অমঙ্গল সম্ভবে; স্বপক্ষ হইলে সম্ভবে না, এই জন্যই আমি তোমাকে

মোগলপক্ষে প্রবৃত্তি লওয়াইতেছিলাম। এই কথা ব্যক্ত করিয়া তোমাকে মনঃপীড়া দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না; মনুষ্যযত্ন বিফল; বুঝি ললাটলিপি অবশ্য ঘটিবে, নহিলে তুমি এত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইবে কেন?”

বীরেন্দ্রসিংহ মৌন হইয়া থাকিলেন। অভিরাম স্বামী কহিলেন, “বীরেন্দ্র, দ্বারে কতলু খাঁর দূত দণ্ডায়মান; আমি তাহাকে দেখিয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি, আমার নিষেধক্রমেই দৌবারিকেরা এ পর্য্যন্ত তাহাকে তোমার সম্মুখে আসিতে দেয় নাই। এক্ষণে আমার বক্তব্য সমাপন হইয়াছে, দূতকে আহ্বান করিয়া উচিত প্রত্যুত্তর দাও!”

বীরেন্দ্রসিংহ নিঃশ্বাস সহকারে মস্তকোত্তোলন করিয়া কহিলেন, “গুরুদেব! যতদিন তিলোত্তমাকে না দেখিয়াছিলাম, ততদিন কন্যা বলিয়া তাহাকে স্মরণও করিতাম না; এক্ষণে তিলোত্তমা ব্যতীত আর আমার সংসারে কেহই নাই; আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম; মানসিংহের অনুগামী হইব; দৌবারিক দূতকে আনয়ন করুক।”

আজ্ঞামতে দৌবারিক দূতকে আনয়ন করিল। দূত কতলু খাঁর পত্র প্রদান করিল। পত্রের মর্ম্ম এই যে, বীরেন্দ্রসিংহ এক সহস্র অশ্বারোহী সেনা আর পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠানশিবিরে প্রেরণ করুন, নচেৎ কতলু খাঁ বিংশতি সহস্র সেনা গড় মান্দারণে প্রেরণ করিবেন।

বীরেন্দ্রসিংহ পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, “দূত! তোমার প্রভুকে কহিও, তিনি সেনাই প্রেরণ করুন।”

দূত নতশির হইয়া প্রস্থান করিল।

সকল কথা অন্তরালে থাকিয়া বিমলা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অসাবধানতা

দুর্গের যে ভাগে দুর্গমূল বিধৌত করিয়া আমোদর নদী কলকল রবে প্রবহণ করে, সেই অংশে এক কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া তিলোত্তমা নদী-জলাবর্ত্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সায়াহ্নকাল উপস্থিত, পশ্চিম-গগনে অস্তাচলগত দিনমণির ম্লান কিরণে যে সকল মেঘ কাঞ্চনকান্তি ধারণ করিয়াছিল, তৎসহিত নীলাম্বর-প্রতিবিম্ব স্রোতস্বতীজলমধ্যে কম্পিত হইতেছিল; নদীপারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবর সকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ দেখাইতেছিল; দুর্গমধ্যে ময়ূর সারসাদি কলনাদী পক্ষিগণ প্রফুল্লচিত্তে রব করিতেছিল; আম্রকানন দোলাইয়া আমোদের-স্পর্শশীতল নৈদাঘ বায়ু তিলোত্তমার অলককুন্তল কম্পিত করিতেছিল।

তিলোত্তমা একাকিনী কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া কি করিতেছেন? সায়াহ্ন-গগনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন? তাহা হইলে ভূতলে চক্ষু কেন? কোকিল-রব শুনিতেছেন? তবে মুখ এত ম্লান কেন? তিলোত্তমা কিছুই দেখিতেছেন না, শুনিতেছেন না, চিন্তা করিতেছেন।

দাসীতে প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। তিলোত্তমা চিন্তা ত্যাগ করিয়া একখানা পুস্তক লইয়া প্রদীপের কাছে বসিলেন। তিলোত্তমা পড়িতে জানিতেন; অভিরাম স্বামীর নিকট সংস্কৃত পড়িতে শিখিয়াছিলেন। পুস্তকখানি কাদম্বরী। কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া পুস্তক পরিত্যাগ করিলেন। পরে নিষ্কর্মা হইয়া শয্যার উপর বসিয়া রহিলেন। নিকটে একটা লেখনী ও মসীপাত্র ছিল; অন্যমনে তাহা লইয়া পালঙ্কের কাষ্ঠে এ ও তা, "ক", "স", "ম", ঘর, দ্বার, গাছ, মানুষ ইত্যাদি লিখিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে খাটের এক বাজু কালির চিহ্নে পরিপূর্ণ হইল; যখন আর স্থান নাই, তখন সে বিষয়ে চেতনা হইল। নিজ কার্য্য দেখিয়া ঈষৎ

হাস্য করিলেন ; আবার কি লিখিয়াছেন, তাহা হাসিতে হাসিতে পড়িতে লাগিলেন। কি লিখিয়াছেন ? 'বাসবদত্তা', 'মহাশ্বেতা', 'ক', 'ঈ', 'ই', 'প', একটা বৃক্ষ, সেঁজুতির শিব, 'গীতগোবিন্দ', 'বিমলা,' লতা, পাতা, হিজি, বিজি, গড়—সর্ব্বনাশ, আর কি লিখিয়াছেন ?

"কুমার জগৎসিংহ।"

লজ্জায় তিলোত্তমার মুখ রক্তবর্ণ হইল। অতি ব্যস্তে জল আনিয়া লিপি ধৌত করিলেন ; বস্ত্র দিয়া উত্তম করিয়া মুছিলেন। তথাপি বোধ হইতে লাগিল, যেন লেখা রহিয়াছে—

"কুমার জগৎসিংহ"

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিমলার মন্ত্রণা

বিমলা অভিরাম স্বামীর কুটীরমধ্যে দণ্ডায়মান আছেন। অভিরাম স্বামী ভূমির উপর যোগাসনে বসিয়াছেন। জগৎসিংহের সহিত যে প্রকারে বিমলা ও তিলোত্তমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বিমলা তাহা আদ্যোপান্ত অভিরাম স্বামীর নিকট বর্ণনা করিতেছিলেন ; বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "আজ চতুর্দ্দশ দিবস ; কাল পক্ষ পূর্ণ হইবে।"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "এক্ষণে কি স্থির করিয়াছ ?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "উচিত পরামর্শ জন্যই আপনার কাছে আসিয়াছি। তিলোত্তমার কি উপায় হইবে ?"

অভিরাম স্বামী বলিলেন, "তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর ; বালিকা-স্বভাব-বশতঃই এইরূপ হইয়াছে। কিন্তু কি করিবে ? বীরেন্দ্র এ সম্বন্ধে সম্মত হইবে না। আর, জগৎসিংহই বা বীরেন্দ্র-সিংহের কন্যাকে বিবাহ করিবে কেন ?"

বি। জাতিকুলের দোষ কোন পক্ষেই নাই। জয়ধরসিংহের পূর্ব্বপুরুষেরাও যদুবংশীয়।

অভি। যদুবংশীয় কন্যা মুসলমানের শ্যালকপুত্রের বধূ হইবে?

বি। না হইবেই বা কেন, যদুবংশের কোন্ কুল ঘৃণ্য?

এই কথা বলিবামাত্র ক্রোধে পরমহংসের চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুরিত হইতে লাগিল; কঠোরস্বরে কহিলেন, "পাপীয়সি! নিজ হতভাগ্য বিস্মৃত হও নাই? দূর হও!"

নবম পরিচ্ছেদ

কুলতিলক

জগৎসিংহ পিতৃচরণ হইতে সসৈন্যে বিদায় লইয়া যে যে কার্য্য করিলেন; তাহাতে পাঠান সৈন্যমধ্যে মহাভীতি প্রচার হইল। জগৎসিংহ উত্তমরূপে জানিতেন, পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া পঞ্চাশৎ সহস্রকে সম্মুখ-সংগ্রামে বিমুখ করা কোনরূপেই সম্ভব নহে, বরং পরাজয় বা মৃত্যুই নিশ্চয়। অতএব সম্মুখসংগ্রামের চেষ্টায় না থাকিয়া যাহাতে সম্মুখ-সংগ্রাম না হয়, এমন প্রকার রণ-প্রণালী অবলম্বন করিলেন। তিনি নিজ সামান্য-সংখ্যক সেনা সর্ব্বদা অতি গোপনে লুক্কায়িত রাখিতেন; নিবিড় বনমধ্যে কোথাও নিম্ন, কোথাও উচ্চ যে সকল ভূমি আছে, তন্মধ্যে এমন স্থানে শিবির করিতেন যে, অতি নিকট হইতেও কেহ তাঁহার সেনা দেখিতে পাইত না। এইরূপ গোপন ভাবে থাকিয়া, যখন কোথাও স্বল্পসংখ্যক পাঠান-সেনার সন্ধান পাইতেন, তখন তরঙ্গপ্রপাতবৎ বেগে তদুপরি সসৈন্যে পতিত হইয়া তাহা একেবারে নিঃশেষ করিতেন।

এইরূপে বহুতর পাঠান-সৈন্য নিপাত হইল। পাঠানেরা অত্যন্ত

ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। কখন, কোন্‌খানে রাজপুত আছে, কোন্‌খানে নাই, পাঠানেরা কিছুই স্থির করিতে পারিত না। কতলু খাঁর নিকট প্রত্যহই সেনা নাশের সংবাদ আসিত। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সকল সময়েই অমঙ্গল সংবাদ আসিত। ফলে, যে কার্য্যেই হউক না, পাঠান-সেনার অল্পসংখ্যায় দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া দুঃসাধ্য হইল। লুটপাট একেবারে বন্ধ হইল; সেনা সকল দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল; অধিকন্তু আহার আহরণ করা সুকঠিন হইয়া উঠিল; শত্রুপীড়িত প্রদেশ এইরূপ সুশাসিত হওয়ার সংবাদ পাইয়া মহারাজ মানসিংহ পুত্রকে এই পত্র লিখিলেন, "কুলতিলক! তোমা হইতে রাজ্যাধিকার পাঠানশূন্য হইবে জানিলাম; অতএব তোমার সাহায্যার্থ আর দশ সহস্র সেনা পাঠাইলাম।"

"কুমার বীরমদে মত্ত হইয়া অবাধে রণজয় করিতে লাগিলেন।"

দশম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণার পর উদ্যোগ

যে দিবস অভিরাম স্বামী বিমলার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেন, তাহার পরদিন প্রদোষকালে বিমলা নিজ কক্ষে বসিয়া বেশভূষা করিতেছিলেন।

বিমলা বেশভূষা সমাপ্ত করিয়া তিলোত্তমার কক্ষে গমন করিলেন। তিলোত্তমা দেখিবামাত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন; হাসিয়া কহিলেন, "এ কি বিমলা! এ বেশ কেন?"

বিমলা কহিলেন, "তোর সে কথায় কাজ কি?"

তিলোত্তমা। সত্য বল না, কোথায় যাবে?

বিমলা। আমি যে কোথায় যাব, তোমাকে কে বলিল?

তিলোত্তমা অপ্রতিভ হইলেন।

তখন বিমলা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া, "শুন দেখি" বলিয়া গবাক্ষের নিকট লইয়া গেলেন। তথায় কানে কানে কহিলেন, "আমি শৈলেশ্বর মন্দিরে যাব ; তথায় কোন রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

তিলোত্তমা কিছুই উত্তর করিলেন না।

বিমলা বলিতে লাগিলেন, "অভিরাম ঠাকুরের সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল, ঠাকুরের বিবেচনায় জগৎসিংহের সহিত তোমার বিবাহ হইতে পারে না। তোমার বাপ কোনমতে সম্মত হইবেন না।"

এই বলিয়া বিমলা প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আশমানীর দৌত্য

এদিকে বিমলার ইঙ্গিতমত আশমানী গৃহের বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছিল। বিমলা আসিয়া তাহাকে কহিলেন, "আশমান, তোমার সঙ্গে বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।"

আশমানী কহিলেন, "বেশভূষা দেখিয়া আমিও ভাবিতেছিলাম, আজ কি একটা কাণ্ড!"

বিমলা কহিলেন, "আমি আজ কোন প্রয়োজনে অধিক দূর যাইব। এ রাত্রে একাকিনী যাইতে পারিব না ; তুমি ছাড়া আর কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া সঙ্গে লইতে পারিব না ; তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

আশমানী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাবে ?"

বিমলা কহিলেন, "আশমানী, তুমি ত সেকালে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে না ?"

আশমানী কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "তবে তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি কতকগুলি কাজ সারিয়া আসি।"

বিমলা কহিলেন, "আর একটা কথা আছে ; মনে কর, যদি তোমার সঙ্গে আজ সেকালের কোন লোকের দেখা হয়, তবে কি তোমাকে সে চিনিতে পারিবে ?"

আশমানী বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সে কি ?"

বিমলা কহিলেন, "মনে কর, যদি কুমার জগৎসিংহের সহিত দেখা হয় ?"

আশমানী অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া গদগদস্বরে কহিল, "এমন দিন কি হইবে ?"

বিমলা কহিলেন্, "হইতেও পারে।"

আশমানী কহিল, "কুমার চিনিতে পারিবেন বৈ কি ?"

বিমলা কহিলেন, "তবে তোমার যাওয়া হইবে না, আর কাহাকে লইয়া যাই,—একাও ত যাইতে পারি না।"

আশমানী কহিল, "কুমারকে দেখিব মনে বড়ই সাধ হইতেছে।"

বিমলা কহিলেন, "মনের সাধ মনে থাক ; এখন আমি কি করি ?"

আশমানী কহিল, "দিগ্‌গজকে তোমার সঙ্গে পাঠাইলে কি হয় ?"

বিমলা হাসিয়া উল্লাসে কহিলেন, "সেই কথাই ভাল, রসিকরাজকেই সঙ্গে লইব।"

আশমানী কহিল, "আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেছি। তুমি ফটকের সম্মুখে একটু অপেক্ষা করিও।"

এই বলিয়া আশমানী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আশমানীর অভিসার

কপালের লিখন-দোষে আশমানী বিধবা। আশমানী দিগ্‌গজের কুটীরে আসিয়া দেখিল যে, কুটীরের দ্বার রুদ্ধ, ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ডাকিল, "ও ঠাকুর!"

কেউ উত্তর দিল না।

"বলি ও গোঁসাই!"

উত্তর নাই।

"ও রসিকরাজ রসোপাধ্যায় প্রভু!"

উত্তর নাই।

আশমানী কুটীরের দ্বারের ছিদ্র দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ আহারে বসিয়াছে, এই জন্য কথা নাই, কথা কহিলে ব্রাহ্মণের আহার হয় না। আশমানী ভাবিল, "ইহার আবার নিষ্ঠা; দেখি দেখি, কথা কহিয়া আবার খায় কি না।"

"বলি ও রসরাজ!"

উত্তর—"হুম্।" ব্রাহ্মণ আবার খাইতে লাগিল; দুই তিন গ্রাস আহার করিবামাত্র আশমানী কহিল, "উঠ, হইয়াছে; দ্বার খোল; নহিলে কথা কহিয়া ভাত খাইয়াছ, বলিয়া দিব।"

ব্রাহ্মণ অতি ক্ষুণ্ণ মনে অন্নত্যাগ করিয়া, গণ্ডূষ করিয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

দ্বার খুলিলে আশমানী গৃহে প্রবেশ করিল। দিগ্‌গজ কহিলেন, "তুমি বইস; আমি হস্ত প্রক্ষালন করি।"

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দিগ্‌গজ হরণ

এমন সময় বিমলা আসিয়া বাহির হইতে দ্বার নাড়িলেন। আশমানী দ্বার খুলিয়া দিল। বিমলা দিগ্‌গজকে বলিলেন,—"আমরা দু'জনে কেন এসেছি জান ?"

দি। না।

আশমানী কহিল, "আমরা তোমার সঙ্গে পলাইয়া যাব।"

ব্রাহ্মণ হাঁ করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। বিমলা কষ্টে উচ্চ হাসি সংবরণ করিলেন। কহিলেন, "কথা কওনা যে ?"

"অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ তা তা তা, কবে যেতে হবে ?"

বি। কবে ? এখনই চল, দেখিতেছ না, আমি গহনাপত্র লইয়া বাহির হইয়াছি।

দি। চল। যাইতেছি।

'দুর্গা শ্রীহরি' বলিয়া বিমলা ও আশমানীর সহিত দিগ্‌গজ যাত্রা করিলেন।

আশমানী কহিল, "তোমরা আগু হও ; আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।"

এই বলিয়া আশমানী গৃহে গেল ; বিমলা ও গজপতি একত্রে চলিলেন। অন্ধকারে উভয়ে অলক্ষ্য থাকিয়া দুর্গদ্বারের বাহির হইলেন। কিয়ৎদূর গমন করিয়া দিগ্‌গজ কহিলেন,—"কৈ, আশমানী আসিল না ?"

বিমলা কহিলেন, "সে বুঝি আসিতে পারিল না।"



শৃগাল-দংশিত সিংহবৎ প্রচণ্ড লম্ফ দিয়া রাজপুত্র ওস্‌মান্‌কে আক্রমণ করিলেন......

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দিগ্‌গজের সাহস

বিমলা দ্রুতপাদবিক্ষেপে শীঘ্র মান্দারণ পশ্চাৎ করিলেন। নিশা অত্যন্ত অন্ধকার, নক্ষত্রালোকে সাবধানে চলিতে লাগিলেন। প্রান্তর-পথে প্রবেশ করিয়া বিমলা কিঞ্চিৎ শঙ্কান্বিতা হইলেন; ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, বাক্যব্যয়ও নাই। এমন সময়ে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিলে কিছু সাহস হয়, শুনিতে ইচ্ছাও করে। এইজন্য বিমলা গজপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন' "দিগ্‌গজ, তুমি ভূতের ভয় কর ?"

"রাম! রাম! রাম! রাম নাম বল" বলিয়া দিগ্‌গজ বিমলার পশ্চাতে দুই হাত সরিয়া আসিলেন।

বিমলা কহিলেন, "এ পথে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য।" দিগ্‌গজ আসিয়া বিমলার অঞ্চল ধরিলেন। বিমলা বলিতে লাগিলেন,—"আমরা সেদিন শৈলেশ্বরের পূজা দিয়া আসিতেছিলাম; পথের মধ্যে বটতলায় দেখি যে, এক বিকটাকার মূর্ত্তি!"

অঞ্চলের তাড়নায় বিমলা জানিতে পারিলেন যে, ব্রাহ্মণ থরহরি কাঁপিতেছে; বুঝিলেন যে, আর অধিক বাড়াবাড়ি করিলে ব্রাহ্মণের গতিশক্তি রহিত হইবে। অতএব ক্ষান্ত হইলেন।

অচিরাৎ শৈলেশ্বরের মন্দিরের ধবল-শ্রী নিকটে দেখিতে পাইলেন। বিমলা ভাবিলেন যে, রাজপুত্রের সহিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন নাই; বরং তাহাতে অনিষ্ট আছে। অতএব কি প্রকারে তাহাকে বিদায় দিবেন, চিন্তা করিতেছিলেন। গজপতি নিজেই তাহার সূচনা করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার বিমলার পৃষ্ঠের নিকট আসিয়া অঞ্চল ধরিয়া টানিলেন।

বিমলা বলিলেন, "কি ?"

ব্রাহ্মণ অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—"সে কত দূর ?"

বি। কি কত দূর ?

দি। সেই বটগাছ ?

বি। কোন্ বটগাছ ?

দি। রাত্রিকালে নাম করিতে নাই।

বিমলা বুঝিতে পারিয়া সুযোগ পাইলেন। গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ইঃ!"

ব্রাহ্মণ অধিকতর ভীত হইয়া কহিলেন, "কি গা ?"

বিমলা অস্ফুটস্বরে শৈলেশ্বর-নিকটস্থ বটবৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "সে ঐ বটতলা।"

দিগ্ গজ আর নড়িলেন না। গতিশক্তিরহিত, অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন।

বিমলা বলিলেন, "আইস!"

ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "আমি আর যাইতে পারিব না।"

বিমলা কহিলেন, "আমারও ভয় করিতেছে।"

ব্রাহ্মণ এই শুনিয়া পা ফিরাইয়া পলায়নোদ্যত হইলেন।

বিমলা বৃক্ষপানে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, বৃক্ষমূলে একটা ধবলাকার কি পদার্থ রহিয়াছে। তিনি জানিতেন যে, বৃক্ষমূলে শৈলেশ্বরের ষাঁড় শুইয়া থাকে; কিন্তু গজপতিকে কহিলেন, "গজপতি! ইষ্টদেবের নাম জপ; বৃক্ষমূলে কি দেখিতেছ ?"

"ও গো—বাবা গো"—বলিয়াই দিগ্ গজ একেবারে চম্পট। দীর্ঘ দীর্ঘ চরণ—তিলার্দ্ধ মধ্যে অর্দ্ধ ক্রোশ পার হইয়া গেলেন।

বিমলা গজপতির স্বভাব জানিতেন; অতএব বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি একেবারে দুর্গদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইবেন।

বিমলা তখন নিশ্চিন্ত হইয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

বটবৃক্ষতল দিয়া শৈলেশ্বর-মন্দিরে উঠিতে হয়। বিমলা বৃক্ষতল দিয়া যাইতে দেখিলেন যে, তথায় যণ্ড নাই; বিমলা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন।

বিমলা বৃক্ষমূলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলেন; বোধ হইল, যেন বৃক্ষের পশ্চাদ্দিকস্থ কোন মনুষ্যের ধবল পরিচ্ছদের অংশমাত্র দেখিতে পাইলেন। সাতিশয় চঞ্চলপদে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন; সবলে কবাট করতাড়িত করিলেন।

কবাট বন্ধ। ভিতর হইতে গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন হইল, "কে?"

বিমলা প্রাণপণ সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, "পথ-শ্রান্ত স্ত্রীলোক।"

কবাট মুক্ত হইল।

দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে, সম্মুখে কৃপাণ কোষ-হস্তে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান।

বিমলা দেখিয়া চিনিলেন, কুমার জগৎসিংহ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শৈলেশ্বর সাক্ষাৎ

বিমলা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে বসিয়া একটু স্থির হইলেন। পরে নতভাবে শৈলেশ্বরকে প্রণাম করিয়া যুবরাজকে প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন, কে কি বলিয়া আপন মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবেন? উভয়েরই সঙ্কট। কি বলিয়া প্রথমে কথা কহিবেন?

বিমলা এ বিষয়ের সন্ধিবিগ্রহে পণ্ডিতা, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "যুবরাজ! আজ শৈলেশ্বরের অনুগ্রহে আপনার দর্শন পাইলাম, একাকিনী এ রাত্রে প্রান্তরমধ্যে আসিতে ভীতা হইয়াছিলাম, এক্ষণে মন্দিরমধ্যে আপনার দর্শনে সাহস পাইলাম।"

যুবরাজ কহিলেন, "তোমাদিগের মঙ্গল ত?"

বিমলা। যাহাতে মঙ্গল হয়, সেই প্রার্থনাতেই শৈলেশ্বরের মন্দিরে আসিয়াছি। যুবরাজ! আপনি আমার সখীকে বিস্মৃত হইতে যত্ন করুন।

যুবরাজ। তোমার সখীর পরিচয় দিবে বলিয়াছিলে যে? কোথা গেলে তোমার সখীকে একবার দেখিতে পাইব?

বিমলা। গড় মান্দারণে আমার সখীর দেখা পাইবেন, তিলোত্তমা সুন্দরী বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।

জগৎসিংহের বোধ হইল যেন, তাঁহাকে কালসর্প দংশন করিল। তরবারে ভর করিয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"তোমারই কথা সত্য হইল। তিলোত্তমা আমার হইবে না। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলাম; শত্রুরক্তে আমার সুখাভিলাষ বিসর্জ্জন দিব। তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তুমি আমার সকল কথা তোমার সখীর সাক্ষাতে কহিও; আর কহিও যে, আমি কেবল একবারমাত্র তাঁহার দর্শনের ভিখারী, দ্বিতীয় বার আর এ ভিক্ষা করিব না, স্বীকার করিতেছি।"

বিমলার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন,—"আমার সখীর প্রত্যুত্তর মহাশয় কিঁ প্রকারে পাইবেন?"

রাজপুত্র ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"তুমি যদি হানি বিবেচনা না কর, তবে আমি তোমার সহিত গড় মান্দারণে যাই। আমি তথায় উপযুক্ত স্থানে অপেক্ষা করিব, তুমি আমাকে সংবাদ আনিয়া দিও।"

বিমলা হৃষ্টচিত্তে কহিলেন—"তবে চলুন।"

উভয়ে মন্দির হইতে নির্গত হইতে যান, এমন সময়ে মন্দিরের বাহিরে সাবধান-ন্যস্ত মনুষ্য-পদ-বিক্ষেপের শব্দ হইল। রাজপুত্র কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া, বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার সহিত আর কেহ আছে?"

বিমলা কহিলেন,—"না।"

"তবে কার পদধ্বনি হইল? আমার আশঙ্কা হইতেছে, কেহ অন্তরাল হইতে আমাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছে।"

এই বলিয়া রাজপুত্র বাহিরে আসিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বীর পঞ্চমী

উভয়ে শৈলেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, সশঙ্কচিত্তে গড় মান্দারণ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর যেন তাঁহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনুষ্যের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এমন বোধ হইল, যেন দুইজন মনুষ্য কাণে কাণে কথা কহিতেছে। রাজপুত্র কহিলেন,—"আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে, আমি দেখিয়া আসি।"

এই বলিয়া রাজপুত্র কিছু পথ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন এবং পথের পার্শ্বেও অনুসন্ধান করিলেন; কোথাও মনুষ্য দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে গড় মান্দারণ গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুর্গ-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

রাজপুত্র কহিলেন, "বিমলা, এক্ষণে আর আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি এই আম্রকাননমধ্যে তোমার অপেক্ষা করিব!"

বিমলা কহিলেন, "এ আম্রকাননও নির্জ্জন স্থান নহে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

যে রাজপথ অতিবাহিত করিয়া বিমলা যুবরাজকে লইয়া যাইতেছিলেন, সে পথে দুর্গদ্বারে যাইতে হয়। দুর্গের পার্শ্বে আম্রকানন; সিংহদ্বার হইতে কানন অদৃশ্য। বিমলা এক্ষণে রাজপথ ত্যাগ করিয়া রাজপুত্র সঙ্গে এই আম্রকাননে প্রবেশ করিলেন।

আম্রকাননে প্রবেশাবধি উভয়ে পুনর্ব্বার সেইরূপ মনুষ্য-পদ-ধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলেন।

রাজপুত্র অসি নিষ্কোষিত করিয়া যে দিকে শব্দ হইতেছিল, সেই দিকে গেলেন ; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তারপর সন্দেহ নিঃশেষ করা উচিত বিবেচনা করিয়া রাজকুমার অসিহস্তে আম্রবৃক্ষের উপর উঠিলেন, বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, এক বৃহৎ আম্রবৃক্ষের তিমিরাবৃত শাখাসমষ্টিমধ্যে দুইজন মনুষ্য বসিয়া আছে ; তাহাদের উষ্ণীষে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়াছে, কেবল তাহাই দেখা যাইতেছিল ; অবয়ব ছায়ায় লুক্কায়িত ছিল। রাজপুত্র উত্তমরূপে বৃক্ষটি লক্ষিত করিয়া রাখিলেন যে, পুনরায় আসিলে না ভ্রম হয়। পরে ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে বিমলার নিকট আসিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহা বিমলার নিকট বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "এসময়ে যদি দুইটা বর্শা থাকিত ! তাহা হইলে ইহারা কে জানিতে পারিতাম। উষ্ণীষ দেখিয়া বোধ হইতেছে, দুরাত্মা পাঠানেরা কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আমাদের সঙ্গ লইয়াছে।"

বিমলা কহিলেন,—"আপনি তবে এখানে অপেক্ষা করুন ; আমি পলকমধ্যে দুর্গ হইতে বর্শা আনিতেছি।"

বিমলা অতি দ্রুতপদে দুর্গের শেলখানায় গেলেন। শেলখানার প্রহরীকে কহিলেন, "আমি তোমার নিকট যাহা চাহি, তুমি কাহারও নিকট বলিও না। আমাকে দুইটা বর্শা দাও—আবার আনিয়া দিব।"

প্রহরী চমৎকৃত হইল। কহিল,—"মা, তুমি বর্শা লইয়া কি করিবে ?"

প্রত্যুৎপন্নমতি বিমলা কহিলেন,—"আজ আমার বীর পঞ্চমীর ব্রত, ব্রত করিলে বীরপুত্র হয় ; তাহাতে রাত্রে অস্ত্র-পূজা করিতে হয়।"

প্রহরীকে যেরূপ বুঝাইলেন, সেও সেইরূপ বুঝিল। দুর্গস্থ সকল ভৃত্য বিমলার আজ্ঞাকারী ছিল ; সুতরাং দ্বিতীয় কথা না কহিয়া দুইটা শাণিত বর্শা দিল।

বিমলা বর্শা লইয়া দ্রুতবেগে গবাক্ষের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া ভিতর হইতে জানালা খুলিলেন এবং বর্শা সহিত নির্গত হইয়া জগৎসিংহের নিকট গেলেন।

ব্যস্ততা প্রযুক্তই হউক বা যে কারণেই হউক, বিমলা বহির্গমন-কালে জানালা অবরুদ্ধ করিয়া যান নাই। ইহাতে প্রমাদ ঘটনার এক কারণ উপস্থিত হইল। জানালার অতি নিকটে এক আম্রবৃক্ষ ছিল, তাহার অন্তরালে এক শস্ত্রধারী পুরুষ দণ্ডায়মান ছিল; সে বিমলার এই ভ্রম দেখিতে পাইল। বিমলা যতক্ষণ না দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেন, ততক্ষণ শস্ত্রপাণি পুরুষ বৃক্ষের অন্তরালে রহিল, বিমলা দৃষ্টির অগোচর হইলেই সে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে শব্দশীল চর্ম্মপাদুকা ত্যাগ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপে গবাক্ষ-সন্নিধানে আসিল। প্রথমে গবাক্ষের মুক্তপথে কক্ষমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল, কক্ষমধ্যে কেহ নাই দেখিয়া, নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। পরে সেই কক্ষের দ্বার দিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে রাজপুত্র বিমলার নিকট বর্শা পাইয়া পূর্ব্ববৎ বৃক্ষারোহণ করিলেন এবং পূর্ব্বলক্ষিত বৃক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন যে এক্ষণে একটিমাত্র উষ্ণীষ দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তথায় নাই; রাজপুত্র একটি বর্শা বাম করে রাখিয়া দ্বিতীয় বর্শা দক্ষিণ করে গ্রহণপূর্ব্বক, বৃক্ষস্থ উষ্ণীষ লক্ষ্য করিলেন। পরে বিশাল-বাহুবল সহযোগে বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রথমে বৃক্ষপল্লবের প্রবল মর্ম্মর শব্দ, তৎপরেই ভূতলে গুরুপদার্থের পতনশব্দ হইল; উষ্ণীষ আর বৃক্ষে নাই। রাজপুত্র বুঝিলেন যে, তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানে উষ্ণীষধারী বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়াছে।

জগৎসিংহ দ্রুতগতি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, যথা আহত ব্যক্তি পতিত হইয়াছে, তথা গেলেন; দেখিলেন যে, একজন সৈনিক-বেশধারী সশস্ত্র মুসলমান মৃতবৎ পতিত হইয়া রহিয়াছে। বর্শা তাহার চক্ষুর পার্শ্বে বিদ্ধ হইয়াছে।

রাজপুত্র মৃতবৎ দেহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, একেবারে

প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বর্শা চক্ষুর পার্শ্বে বিদ্ধ হইয়া তাহার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়াছে। মৃত ব্যক্তির কবচমধ্যে একখানা পত্র ছিল; তাহার অল্পভাগ বাহির হইয়াছিল। জগৎসিংহ ঐ পত্র লইয়া জ্যোৎস্নায় আনিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

"কতলু খাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তিগণ এই লিপি দৃষ্টিমাত্র লিপিবাহকের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।

কতলু খাঁ।"

বিমলা কেবল শব্দ শুনিতেছিলেন মাত্র, সবিশেষ কিছুই জানিতে পারেন নাই। রাজকুমার তাঁহার নিকটে আসিয়া সবিশেষ বিবৃত করিলেন। বিমলা শুনিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! আমি এত জানিলে কখন আপনাকে বর্শা আনিয়া দিতাম না। আমি মহাপাতকিনী, আজ যে কর্ম্ম করিলাম, বহু কালেও ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

যুবরাজ কহিলেন, "শত্রুবধে ক্ষোভ কি? শত্রুবধ ধর্ম্মে আছে।"

বিমলা কহিলেন, "যোদ্ধায় এমত বিবেচনা করুক, আমরা স্ত্রীজাতি।"

ক্ষণপরে বিমলা কহিলেন, "রাজকুমার আর বিলম্বে অনিষ্ট আছে। দুর্গে চলুন, আমি দ্বার খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

উভয়ে দ্রুতগতি দুর্গমূলে আসিয়া, প্রথমে বিমলা, পশ্চাৎ রাজপুত্র প্রবেশ করিলেন। বিমলা প্রবেশ করিয়া নিকটস্থ কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে সরিয়া গেলেন। যুবরাজ দেখিলেন, সুবাসিত কক্ষ; রজত-প্রদীপ জ্বলিতেছে; কক্ষপ্রান্তে অবগুণ্ঠনবতী রমণী,—সে তিলোত্তমা!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

চতুরে চতুরে

বিমলা আসিয়া নিজ কক্ষে পালঙ্কের উপর বসিয়া জগৎসিংহের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, এমন সময়ে আম্রকানন-মধ্যে গম্ভীর তূর্য্যনিনাদ হইল। বিমলা চমকিয়া উঠিলেন এবং ভীতা হইলেন; তাঁহার বিবেচনা হইল, এ তূর্য্যধ্বনি কোন অমঙ্গল ঘটনার পূর্ব্বলক্ষণ। অতএব সশঙ্কচিত্তে তিনি নিজ কক্ষ হইতে নির্গত হইয়া ছাদের উপর উঠিলেন, ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তথাপি কাননের গভীর ছায়ান্ধকার জন্য কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বিমলা বিষণ্ণ মনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময়ে তাঁহার অকস্মাৎ বোধ হইল, যেন কেহ পশ্চাৎ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিল। বিমলা চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, একজন সশস্ত্র অজ্ঞাত পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিমলা চিত্রার্পিত পুত্তলিবৎ নিস্পন্দ হইলেন।

শস্ত্রধারী কহিল, "চীৎকার করিও না। রমণী মুখে চীৎকার ভাল শুনায় না।"

যে ব্যক্তি অকস্মাৎ এইরূপ বিমলাকে বিহ্বল করিল, তাহার পরিচ্ছদ পাঠান-জাতীয় সৈনিক পুরুষদিগের ন্যায়। পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও মহার্ঘ্য গুণ দেখিয়া অনায়াসে প্রতীতি হইতে পারিত, এ ব্যক্তি কোন মহৎপদাভিষিক্ত। অদ্যাপি তাহার বয়স ত্রিংশতের অধিক হয় নাই; সুন্দর কান্তি, তদধিক সুকুমার দেহ। তাহার হস্তে নিষ্কোষিত তরবার; অন্য প্রহরণ ছিল না।

সৈনিকপুরুষ কহিলেন—"চীৎকার করিও না। চীৎকার করিলে তোমার বিপদ ঘটিবে।"

বিমলা কহিলেন, "কে তুমি?"

সৈনিক। আমি ওস্মান খাঁ, কতলু খাঁর সেনাপতি।

বিমলার শরীর কম্পান্বিত হইতে লাগিল। ইচ্ছা—কোনরূপে পলায়ন করিয়া বীরেন্দ্রসিংহকে সংবাদ করেন; কিন্তু তাহার কিছু-মাত্র উপায় ছিল না। সম্মুখে সেনাপতি গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। অনন্যগতি হইয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন এ দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন?"

ওস্‌মান খাঁ উত্তর করিলেন,—"আমরা বীরেন্দ্রসিংহকে অনুনয় করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি কহিয়াছেন যে, তোমরা পার, সসৈন্যে দুর্গে আসিও।"

বিমলা কহিলেন, "বুঝিলাম, আপনি দুর্গ অধিকার করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু আপনি একক দেখিতেছি?"

ওস্‌মান। আপাততঃ আমি একক।

বিমলা কৌতূহলিনী হইয়া ওস্‌মান খাঁর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

ওস্‌মান খাঁ কহিলেন, "তোমার ওড়নার অঞ্চলে যে জানালার চাবি আছে, তাহা আমাকে দান করিয়া বাধিত কর, তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া অবমাননা করিতে সঙ্কোচ করি।"

বিমলা অঙ্গ হইতে ওড়না খুলিয়া হস্তে লইলেন। ওস্‌মানের চক্ষু ওড়নার দিকে। চতুরা বিমলা হস্তস্থিত বস্ত্র আম্রকাননে নিক্ষেপ করিলেন। যেই বিমলা ওড়না নিক্ষেপ করিয়াছেন, ওস্‌মান অমনি সঙ্গে সঙ্গে হস্ত প্রসারণ করিয়া উড্ডীয়মান বস্ত্র ধরিলেন।

ওস্‌মান খাঁ ওড়না হইতে চাবি খুলিয়া নিজ কটিবন্ধে রাখিলেন। পরে ওড়না দ্বারা বিমলার দুই হস্ত আলিসার সহিত দৃঢ়বদ্ধ করিলেন।

ওস্‌মান বিমলাকে তদবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন। বিমলা চীৎকার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহ শুনিতে পাইল না।

ওস্‌মান ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া নীচের কক্ষে গেলেন। তথায় বিমলার ন্যায় জানালার চাবি ফিরাইয়া জানালা দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পথ মুক্ত হইলে ওস্‌মান মৃদু মৃদু শিশ্‌ দিতে লাগিলেন। শিশ্‌ শ্রবণমাত্রেই আম্রকানন হইতে

বহুসংখ্যক পাঠান সেনা আসিয়া নিঃশব্দে দুর্গমধ্যে প্রবেশ কারল। ওস্‌মান সেনা লইয়া ছাদ দিয়া গমন-কালে কহিলেন, "এই বন্দিনী স্ত্রীলোকটি বড় বুদ্ধিমতী; ইহাকে কদাপি বিশ্বাস নাই। রহিম শেখ! তুমি ইহার নিকট প্রহরী থাক।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া রহিম তথায় প্রহরী রহিল। পাঠান সেনা ছাদে-ছাদে দুর্গের অন্যদিকে চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রেমিকে প্রেমিকে

বিমলা যখন দেখিলেন যে, চতুর ওস্‌মান অন্যত্র গেলেন, তখন তিনি ভরসা পাইলেন যে, কৌশলে মুক্তি পাইতে পারিবেন। শীঘ্র তাহার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রহরী কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিলে বিমলা তাহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। দু'জনের মধ্যে আলাপ যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তখন বিমলা প্রহরীকে বিবাহ করিবেন এমন কথা জানাইলেন। ইহাতে প্রহরীর মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তারপর বিমলাকে বিমনা হইতে দেখিয়া প্রহরী কহিল, "কি ভাবিতেছ?"

বি। ভাবিতেছি, আমার কপালে বুঝি সুখ নাই, তোমরা দুর্গ জয় করিয়া যাইতে পারিবে না।

প্রহরী সদর্পে কহিল, "তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, এতক্ষণ জয় হইল।"

বিমলা কহিলেন, "উঁহু, ইহার এক গোপন কথা আছে!"

প্রহরী কহিল, "কি?"

বি। তোমাকে সে কথা বলিয়া দিই, যদি তুমি কোনরূপে দুর্গ-জয় করাইতে পার।

প্রহরী হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিল। বিমলা কথা বলিতে সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন। প্রহরী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ব্যাপার কি ?"

বিমলা কহিলেন, "তোমরা জান না, এই দুর্গপার্শ্বে জগৎসিংহ দশ সহস্র সেনা লইয়া বসিয়া আছে। তোমরা আজ গোপনে আসিবে জানিয়া, সে আগে আসিয়া বসিয়া আছে; এখন কিছু করিবে না, তোমরা দুর্গজয় করিয়া যখন নিশ্চিন্ত থাকিবে, তখন আসিয়া ঘেরাও করিবে।"

প্রহরী ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিল ; পরে বলিল, "সে কি ?"

বি। এই কথা দুর্গস্থ সকলেই জানে ; আমরাও শুনিয়াছি।

প্রহরী আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া কহিল, "আজ তুমি আমাকে বড়লোক করিলে ; আমি এখনই গিয়া সেনাপতিকে বলিয়া আসি, এমন জরুরি খবর দিলে শিরোপা পাইব, তুমি এইখানে বসো, আমি শীঘ্র আসিতেছি।"

প্রহরীর মনে বিমলার প্রতি তিলার্দ্ধ সন্দেহ ছিল না।

বিমলা বলিলেন, "তুমি আসিবে ত ?"

প্র। আসিব বৈ কি, এই আসিলাম।

বি। আমাকে ভুলিবে না ?

প্র। না—না। চিন্তা কি ? বলিয়া প্রহরী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গেল।

যেই প্রহরী অদৃশ্য হইল, অমনি বিমলাও উঠিয়া পলাইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে

বিমুক্তিলাভ করিয়া বিমলার প্রথম কার্য্য বীরেন্দ্রসিংহকে সংবাদ-দান। ঊর্দ্ধশ্বাসে বীরেন্দ্রের শয়নকক্ষাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

অর্দ্ধপথ যাইতে না যাইতেই "আল্লা-ল্লা-হো" পাঠান সেনার চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

"এ কি পাঠান সেনার জয়ধ্বনি!" বলিয়া বিমলা ব্যাকুলিত হইলেন। ক্রমে অতিশয় কোলাহল শ্রবণ করিতে পাইলেন;—বিমলা বুঝিলেন, দুর্গবাসীরা জাগরিত হইয়াছে।

ব্যস্ত হইয়া বীরেন্দ্রসিংহের শয়নকক্ষে গমন করিয়া দেখেন যে, কক্ষমধ্যেও অত্যন্ত কোলাহল; পাঠান সেনা দ্বার ভগ্ন করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; বিমলা উঁকি মারিয়া দেখিলেন যে, বীরেন্দ্রসিংহের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ, হস্তে নিষ্কোষিত অসি, অঙ্গে রুধিরধারা। তিনি উন্মত্তের ন্যায় অসি ঘূর্ণিত করিতেছেন। তাঁহার যুদ্ধোদ্যম বিফল হইল; একজন মহাবল পাঠানের দীর্ঘ তরবারির আঘাতে বীরেন্দ্রের অসি হস্তচ্যুত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল; বীরেন্দ্রসিংহ বন্দী হইলেন।

বিমলা দেখিয়া শুনিয়া হতাশ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এখনও তিলোত্তমাকে রক্ষা করিবার সময় আছে। বিমলা তাঁহার কাছে দৌড়িয়া গেলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, তিলোত্তমার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য; সর্ব্বত্র পাঠান সেনা ব্যাপিয়াছে। পাঠানদিগের যে দুর্গজয় হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

বিমলা দেখিলেন, তিলোত্তমার ঘরে যাইতে পাঠান সেনার হস্তে পড়িতে হয়, তিনি তখন ফিরিলেন। কাতর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া জগৎসিংহ আর তিলোত্তমাকে এই বিপত্তিকালে সংবাদ দিবেন। বিমলা একটা কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে কয়েকজন সৈনিক অন্য ঘর লুঠ করিয়া, সেই ঘর লুঠিতে আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। বিমলা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া ব্যস্তে কক্ষস্থ একটা সিন্দুকের পার্শ্বে লুকাইলেন। সৈনিকরা আসিয়া ঐ কক্ষস্থ দ্রব্যজাত লুঠ করিতে লাগিল। বিমলা দেখিলেন, নিস্তার নাই, লুঠেরা-সকল যখন ঐ

সিন্দুক খুলিতে আসিবে, তখন তাঁহাকে অবশ্য ধৃত করিবে। বিমলা সাহসে নির্ভর করিয়া কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিলেন এবং সিন্দুকপার্শ্ব হইতে সাবধানে সেনাগণ কি করিতেছে, দেখিতে লাগিলেন। বিমলার অতুল সাহস; বিপৎকালে সাহস বৃদ্ধি হইল। যখন দেখিলেন যে, সেনাগণ নিজ নিজ দস্যুবৃত্তিতে ব্যাপৃত হইয়াছে, তখন নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সিন্দুকপার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিলেন। সেনাগণ লুঠে ব্যস্ত, তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। বিমলা প্রায় কক্ষদ্বার পশ্চাৎ করেন, এমন সময়ে একজন সৈনিক আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। বিমলা ফিরিয়া দেখিলেন, রহিম সেখ! সে বলিয়া উঠিল, "তবে পলাতকা? আর কোথায় পালাবে!"

দ্বিতীয়বার রহিমের করকবলিত হওয়াতে বিমলার মুখ শুকাইয়া গেল; কিন্তু সে ক্ষণকাল মাত্র; তেজস্বিনীর বুদ্ধির প্রভাবে তখনই মুখ আবার হর্ষোৎফুল্ল হইল। বিমলা মনে-মনে কহিলেন, "ইহারই দ্বারা স্বকর্ম্ম উদ্ধার করিব!" তাহার কথার প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "চুপ কর, আস্তে, বাহিরে আইস!" এই বলিয়া বিমলা রহিম সেখের হস্ত ধরিয়া বাহিরে টানিয়া আনিলেন; রহিমও ইচ্ছাপূর্ব্বক আসিল। বিমলা তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন, "ছি-ছি-ছি! তোমার এমন কর্ম্ম! আমাকে রাখিয়া তুমি কোথায় গিয়াছিলে? আমি তোমাকে না তল্লাস করিয়াছি, এমন স্থান নাই।"

সেখ্‌জীর গোসা দূর হইল; বলিল, "আমি সেনাপতিকে জগৎসিংহের সংবাদ দিবার জন্য তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছিলাম, সেনাপতির নাগাল না পাইয়া তোমার তল্লাসে ফিরিয়া আসিলাম, তোমাকে ছাদে না দেখিয়া নানা স্থানে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছি।"

বিমলা কহিলেন, "আমি এত বিলম্ব দেখিয়া তোমার তল্লাসে আসিয়াছিলাম। এখন আর বিলম্বে কাজ কি? তোমাদের দুর্গ অধিকার হইয়াছে, এই সময়ে পলাইবার উদ্যোগ দেখা ভাল।"

রহিম কহিল, "আজ না, কাল প্রাতে; আমি না বলিয়া কি প্রকারে যাইব? কাল প্রাতে সেনাপতির নিকট বিদায় লইয়া যাইব।"

বিমলা কহিলেন, "তবে চল, এই বেলা আমার অলঙ্কারাদি যাহা আছে, হস্তগত করিয়া রাখি। নচেৎ আর কোন সিপাহী লুট করিয়া লইবে।"

সৈনিক কহিল, "চল।" রহিমকে সঙ্গে লইবার তাৎপর্য্য এই যে, সে বিমলাকে অন্য সৈনিকের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। বিমলার সতর্কতা অচিরাৎ প্রমাণীকৃত হইল। তাহারা কিয়দ্দূর যাইতেই আর এক দল সেনার সম্মুখে পড়িল। রহিমকে দেখিয়া তাহারা কিছু বলিল না।

রহিম ও বিমলা চলিয়া গেল। বিমলা রহিমকে নিজ শয়ন-কক্ষের নীচের কক্ষে লইয়া গিয়া কহিলেন, "এই আমার নীচের ঘর; এই ঘরের যে যে সামগ্রী লইতে ইচ্ছা হয়, সংগ্রহ কর; ইহার উপরে আমার শুইবার ঘর, আমি তথা হইতে অলঙ্কারাদি লইয়া শীঘ্র আসিতেছি।" এই বলিয়া তাহাকে এক গোছা চাবি ফেলিয়া দিলেন।

রহিম কক্ষে দ্রব্য সামগ্রী প্রচুর দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিন্দুক-পেঁটরা খুলিতে লাগিল। বিমলার প্রতি আর তিলার্দ্ধ অবিশ্বাস রহিল না। বিমলা কক্ষ হইতে বাহির হইয়াই ঘরের বহির্দ্দিকে শৃঙ্খল বন্ধ করিয়া কুলুপ দিলেন। রহিম কক্ষমধ্যে বন্দী হইয়া রহিল।

বিমলা তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে উপরের ঘরে গেলেন। বিমলা ও তিলোত্তমার প্রকোষ্ঠ দুর্গের প্রান্তভাগে; সেখানে এ পর্যন্ত অত্যাচার-কারী সেনা আইসে নাই; তিলোত্তমা ও জগৎসিংহ কোলাহলও শুনিতে পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

খড়্গে খড়্গে

বিমলাকে দেখিয়া জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের কোলাহল ?"

বিমলা কহিলেন, "পাঠানের জয়ধ্বনি। শীঘ্র উপায় করুন ; "শত্রু আর তিলার্দ্ধমাত্রে এ ঘরের মধ্যে আসিবে।"

জগৎসিংহ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহ কি করিতেছেন !"

বিমলা কহিলেন, "তিনি শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন।" তিলোত্তমার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট চীৎকার নির্গত হইল ; তিনি পালঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এমন সময়ে পাঠান সৈনিকেরাও বেগে ধাবমান হইয়া কক্ষদ্বারে আসিয়া পড়িল। জগৎসিংহ কহিলেন, "বিমলা, তিলোত্তমাকে লইয়া আমার পশ্চাৎ আইস।"

পাঠানেরা শিকার সম্মুখে পাইয়া "আল্লা-ল্লা-হো" চীৎকার করিয়া, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র দেখিলেন, যুদ্ধ করা কেবল মরণের কারণ। তবু তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের অঙ্গ রুধিরে প্লাবিত হইতেছে ; দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

কক্ষ পাঠান সেনায় পরিপূর্ণ হইল।

রাজপুত্র এবার অসির উপর ভর করিয়া নিশ্বাস ছাড়িলেন। একজন পাঠান কহিল, "হে নফর! অস্ত্র ত্যাগ কর। তোরে প্রাণে মারিব না।"

নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিতে যেন কেহ ঘৃতাহুতি দিল। অগ্নিশিখাবৎ লম্ফ দিয়া কুমার দাম্ভিক পাঠানের মস্তকচ্ছেদ করিয়া কহিলেন, "যবন! রাজপুতেরা কি প্রকারে প্রাণত্যাগ করে দেখ্।"

অনন্তর বিদ্যুৎবেগে শত্রু-তরঙ্গের মধ্যস্থলে পড়িয়া বজ্রমুষ্টিতে দুই

হস্তে অসিধারণ পূর্ব্বক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে আর হস্ত চলে না। মস্তক ঘুরিতে লাগিল ; চক্ষে ধূমাকার দেখিতে লাগিলেন ; কর্ণে অস্পষ্ট কোলাহলমাত্র প্রবেশ করিতে লাগিল।

"রাজপুত্রকে কেহ প্রাণে বধ করিও না, জীবিতা বস্থায় ব্যাঘ্রকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে হইবে।" এই কথার পর আর কোন কথা রাজপুত্র শুনিতে পাইলেন না ; ওস্‌মান খাঁ এই কথা বলিয়াছিলেন।

রাজপুত্রের বাহুযুগল শিথিল হইয়া পড়িল ; বলহীন মুষ্টি হইতে অসি ঝঞ্ঝনাসহকারে ভূতলে পড়িয়া গেল ; রাজপুত্র বিচেতন হইয়া এক পাঠানের মৃতদেহের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ওস্‌মান খাঁ ও অপর একজন সৈনিক তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পালঙ্কের উপর ওঠাইয়া শয়ন করাইলেন।

———

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

আশ্লেষা

জগৎসিংহ যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তিনি সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন।

কক্ষমধ্যে নীরব, যেন কেহই নাই। একজন কিঙ্করী ব্যজনহস্তে রাজপুত্রকে নিঃশব্দে বাতাস দিতেছে, আর একজন কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আছে। যে পালঙ্কে রাজপুত্র শয়ন করিয়া আছেন, তাহার উপরে রাজপুত্রের পার্শ্বে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক; তাঁহার অঙ্গের ক্ষতসকলে সাবধানহস্তে কি ঔষধ লেপন করিতেছে। হর্ম্ম্যতলে গালিচার উপরে উত্তম পরিচ্ছদবিশিষ্ট একজন পাঠান বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছে ও একখানি পারসী পুস্তক দৃষ্টি করিতেছে। কেহই কোন কথা কহিতেছে না বা শব্দ করিতেছে না।

রাজপুত্র কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিলার্দ্ধ সরিতে পারিলেন না, সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা।

পার্শ্বে যে স্ত্রীলোক বসিয়াছিল, সে রাজপুত্রের উদ্যম দেখিয়া অতি মৃদু বীণাবৎ মধুরস্বরে কহিল, "স্থির থাকুন, চঞ্চল হইবেন না।"

রাজপুত্র ক্ষীণস্বরে কহিল, "আমি কোথায় ?"

সেই মধুরস্বরে উত্তর হইল, "কথা কহিবেন না, আপনি উত্তম স্থানে আছেন। চিন্তা করিবেন না।"

রাজপুত্র পুনশ্চ অতি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেলা কত ?"

মধুরভাষিণী পুনরপি অস্ফুটবচনে কহিল, "অপরাহ্ণ। আপনি স্থির হউন, কথা কহিলে আরোগ্য হইতে পারিবেন না। আপনি চুপ না করিলে আমরা উঠিয়া যাইব।"

রাজপুত্র কষ্টে কহিলেন, "আর একটি কথা ; তুমি কে ?"

রমণী কহিল, "আয়েষা।"

আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। তাহাকে নিরীক্ষণ করিবামাত্রই রাজপুত্রের তিলোত্তমাকে মনে পড়িল। স্মৃতিমাত্র হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, শিরাসমূহ মধ্যে রক্তস্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল, গভীর ক্ষত হইতে পুনর্ব্বার রক্তপ্রবাহ ছুটিল, রাজপুত্র পুনর্ব্বার বিচেতন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

আয়েষা গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে পাঠানের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার কাণে কাণে কহিলেন, "ওস্‌মান, শীঘ্র হকিমের নিকট লোক পাঠাও।"

দুর্গজেতা ওস্‌মান খাঁই গালিচায় বসিয়া ছিলেন। আয়েষার কথা শুনিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আয়েষা রাজপুত্রের কপালে মুখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

ওস্‌মান খাঁ অচিরাৎ হকিম লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। হকিম অনেক যত্নে রক্তস্রাব নিবারণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুসুমের মধ্যে পাষাণ

সেই দিবস অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আয়েষা ও ওস্‌মান জগৎসিংহের নিকট বসিয়া রহিলেন। জগৎসিংহের কখন চেতনা হইতেছে, কখন মূর্চ্ছা হইতেছে। যখন দ্বিতীয় প্রহর, তখন একজন পরিচারিকা আসিয়া আয়েষাকে বলিল যে, বেগম তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন।

'যাইতেছি' বলিয়া আয়েষা গাত্রোত্থান করিলেন। ওস্‌মানও গাত্রোত্থান করিলেন। আয়েষা দাসদাসীদিগকে সতর্ক থাকিতে

আদেশ করিয়া মাতৃগৃহ অভিমুখে চলিলেন। পথে ওস্‌মান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আজ বেগমের নিকটে থাকিবে?"

আয়েষা কহিলেন, "না, আমি আবার রাজপুত্রের নিকট প্রত্যাগমন করিব।"

ওস্‌মান কহিলেন, "আয়েষা! তোমার গুণের সীমা দিতে পারি না; তুমি এই পরম শত্রুকে যে যত্ন করিয়া শুশ্রূষা করিতেছ, ভগিনী ভ্রাতার জন্য এমন করে না। তুমি উহার প্রাণদান করিতেছ।"

আয়েষা ভুবনমোহন মুখে একটু হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ওস্‌মান! আমি ত স্বভাবতঃ রমণী; পীড়িতের সেবা আমার পরম ধর্ম্ম; না করিলে দোষ, করিলে প্রশংসা নাই; কিন্তু তোমার কি? যে তোমার পরম বৈরী, রণক্ষেত্রে তোমার দর্পহারী প্রতিযোগী, স্বহস্তে যাহার এ দশা ঘটাইয়াছে, তুমি যে অনুদিন নিজে ব্যস্ত থাকিয়া তাহার সেবা করাইতেছ, ইহাতে তুমি যথার্থ প্রশংসাভাজন।"

ওস্‌মান কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের ন্যায় হইয়া কহিলেন, "তুমি, আয়েষা, আপনার সুন্দর স্বভাবের মত সকলকে দেখ। আমার অভিপ্রায় তত ভাল নহে।"

আয়েষা কহিলেন, "ওস্‌মান! ভাই বহিন্ বলিয়া তোমার সঙ্গে বসি দাঁড়াই। বাড়াবাড়ি করিলে তোমার সাক্ষাতে বাহির হইব না।"

ওস্‌মানের মুখ মলিন হইয়া গেল। কহিলেন, "ঐ কথা চিরকাল! সৃষ্টিকর্ত্তা! এ কুসুমের দেহমধ্যে তুমি কি পাষাণের হৃদয় গড়িয়া রাখিয়াছ?"

তারপর ওস্‌মান আয়েষাকে মাতৃগৃহ পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিয়া বিষণ্নমনে নিজ আবাস-মন্দিরমধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

আর জগৎসিংহ?

বিষম জ্বরবিকারে অচেতন শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তুমি না তিলোত্তমা ?

পরদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজকুমার নয়ন উন্মীলন করিলেন। প্রথমেই আয়েষার সুখ-প্রফুল্ল মুখ দেখিতে পাইলেন। চক্ষুর কটাক্ষভাব দেখিয়া আয়েষার বোধ হইল, যেন তাঁহার বুদ্ধির ভ্রম জন্মিতেছে, যেন তিনি কিছু স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু যত্ন বিফল হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে আয়েষার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "আমি কোথায় ?"

আয়েষা কহিলেন, "কতলু খাঁর দুর্গে।"

ক্ষণপরে রাজপুত্র পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

—"আমি আয়েষা। কতলু খাঁর কন্যা।"

রাজপুত্র আপনা আপনি কি বলিলেন। একটি নাম তাঁহার কণ্ঠনির্গত হইল। আয়েষা তাহা শুনিতে পাইলেন, "তিলোত্তমা"।

আয়েষা আবার তাঁহাকে ঔষধ পান করাইলেন। রাজপুত্র তাহা পান করিয়া কহিলেন, "আমি পীড়ার মোহে স্বপ্নে দেখিতাম, স্বর্গীয় দেবকন্যা আমার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, সে তুমি, না তিলোত্তমা ?"

আয়েষা কহিলেন, "আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্নে দেখিয়া থাকিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অবগুণ্ঠনবতী

দুর্গজয়ের দুই দিবস পরে, বেলা প্রহরেকের সময় কতলু খাঁ নিজ দুর্গমধ্যে দরবারে বসিয়াছেন। দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পারিষদ্‌গণ দণ্ডায়মান আছে। সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ডে বহু সহস্র লোক নিঃশব্দে রহিয়াছে। অদ্য বীরেন্দ্রসিংহের দণ্ড হইবে।

কয়েকজন প্রহরী বীরেন্দ্রসিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দরবারে আনীত করিল। কতলু খাঁর বিচারে বীরেন্দ্রসিংহ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

নবাবের ইঙ্গিত পাইয়া রক্ষিবর্গ বীরেন্দ্রসিংহকে বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। তথায় উপনীত হইবার কিছু পূর্ব্বে একজন মুসলমান বীরেন্দ্রের কানে কানে কি কহিল; বীরেন্দ্র তাহা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মুসলমান তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। বীরেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনে ঐ পত্র খুলিয়া দেখিলেন যে, বিমলার হস্তের লেখা। বীরেন্দ্র ঘোর বিরক্তির সহিত লিপি মর্দ্দিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। লিপিবাহক লিপি তুলিয়া লইয়া গেল এবং রক্ষিবর্গকে কহিয়া গেল, "আমি যতক্ষণ প্রত্যাগমন না করি, ততক্ষণ বিলম্ব করিও।"

রক্ষিগণ কহিল, "যে আজ্ঞা প্রভো!"

স্বয়ং ওস্‌মান পত্রবাহক, এইজন্য রক্ষিগণ প্রভু-সম্বোধন করিল।

ওস্‌মান লিপিহস্তে অন্তঃপুর-প্রাচীর-মধ্যে গেলেন; তথায় এক বকুল বৃক্ষের অন্তরালে এক অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক দণ্ডায়মানা আছে। ওসমান তাহার সন্নিধানে গিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিবৃত করিলেন। অবগুণ্ঠনবতী কহিলেন, "আপনাকে বহু ক্লেশ দিতেছি, কিন্তু আপনা হইতেই আমাদের এ দশা ঘটিয়াছে। আপনাকে আমার এ কার্য্য সাধন করিতে হইবে।"

ওস্‌মান নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অবগুণ্ঠনবতী মনঃপীড়া-বিকম্পিত স্বরে কহিতে লাগিলেন, "না করেন—না করুন, আমরা এক্ষণে অনাথা; কিন্তু জগদীশ্বর আছেন!"

ওস্‌মান কহিলেন, "মা! তুমি জান না যে, কি কঠিন কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ। কতলু খাঁ জানিতে পারিলে আমার প্রাণান্ত করিবে।"

স্ত্রী কহিলেন, "কতলু খাঁ? আমাকে কেন প্রবঞ্চনা কর? কতলু খাঁর সাধ্য নাই যে, তোমার কেশ স্পর্শ করে।"

ওস্। কতলু খাঁকে চেন না;—কিন্তু চল, আমি তোমাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইব।

ওস্‌মানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবগুণ্ঠনবতী বধ্যভূমিতে গিয়া নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে না দেখিয়া একজন ভিখারী বেশধারী ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিতেছিলেন। অবগুণ্ঠনবতী অবগুণ্ঠনমধ্য হইতে দেখিলেন, ভিখারী—অভিরাম স্বামী।

বীরেন্দ্র অভিরাম স্বামীকে কহিলেন, "গুরুদেব! তবে বিদায় হইলাম। আমি আর আপনাকে কি বলিয়া যাইব? ইহলোকে আমার কিছু প্রার্থনীয় নাই; কাহার জন্য প্রার্থনা করিব?"

অভিরাম স্বামী অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দ্বারা পশ্চাদ্বর্ত্তিনী অবগুণ্ঠনবতীকে দেখাইলেন। বীরেন্দ্রসিংহ সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন; অমনি রমণী অবগুণ্ঠন দূরে নিক্ষেপ করিয়া বীরেন্দ্রের শৃঙ্খলাবদ্ধ পদতলে অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র গদ্‌গদস্বরে ডাকিলেন—"বিমলা!"

"স্বামী! প্রভু!" বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ন্যায় অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে বিমলা কহিতে লাগিলেন, "আজ আমি জগৎসমীপে বলিব, কে নিবারণ করিবে? স্বামী! কোথা যাও! আমাদের কোথা রাখিয়া যাও!"

বীরেন্দ্রসিংহের চক্ষে দরদর অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল।

হস্ত ধরিয়া বিমলাকে বলিলেন, "বিমলা! এ সময়ে কেন আমায় রোদন করাও! শত্রুরা দেখিলে আমায় মরণে ভীত মনে করিবে।"

বিমলা নিস্তব্ধ হইলেন। বীরেন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "বিমলা! আমি যাই, তোমরা আমার পশ্চাৎ আইস।"

বিমলা কহিলেন, "যাইব।"

আর কেহ না শুনিতে পায়, এমত স্বরে কহিতে লাগিলেন, "যাইব, কিন্তু আগে এ যন্ত্রণার প্রতিশোধ করিব।"

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপবৎ বীরেন্দ্রের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল—কহিলেন, "পারিবে?"

বিমলা দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন, "এই হস্তে। এই হস্তের স্বর্ণ ত্যাগ করিলাম; আর কাজ কি!" বলিয়া কঙ্কণাদি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "শাণিত লৌহ ভিন্ন এ হস্তে অলঙ্কার আর ধরিব না।"

বীরেন্দ্র হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "তুমি পারিবে, জগদীশ্বর তোমার মনস্কামনা সফল করুন।"

জল্লাদ ডাকিয়া কহিল, "আর বিলম্ব করিতে পারি না।"

বীরেন্দ্র বিমলাকে কহিলেন, "আর কি? তুমি এখন যাও।"

বিমলা কহিলেন, "না, আমার সম্মুখেই আমার বৈধব্য ঘটুক। তোমার রুধিরে মনের সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করিব।" বিমলার স্বর ভয়ঙ্কর স্থির।

"তাহাই হউক" বলিয়া বীরেন্দ্রসিংহ জল্লাদকে ইঙ্গিত করিলেন। বিমলা দেখিতে পাইলেন, ঊর্দ্ধোত্থিত কুঠার সূর্য্যতেজে প্রদীপ্ত হইল; তাঁহার নয়ন-পল্লব মুহূর্ত্তজন্য আপনি মুদ্রিত হইল। পুনরুন্মীলন করিয়া দেখেন, বীরেন্দ্রসিংহের ছিন্নশির রুধির-সিক্ত ধূলিতে অবলুণ্ঠন করিতেছে।

বিমলা প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মানা রহিলেন। মস্তকের একটি কেশ

বাতাসে দুলিতেছে না। এক বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে না। চক্ষুর পলক নাই, এক দৃষ্টে ছিন্নশির প্রতি চাহিয়া আছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিধবা

বিমলা আর তিলোত্তমা এখন কতলু খাঁর উপপত্নীদিগের আবাস-গৃহের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

বৈধব্যঘটনার দুই দিবস পরে বিমলার যে কিছু অলঙ্কারাদি অবশিষ্ট ছিল, তৎসমুদায় লইয়া তিনি কতলু খাঁর নিয়োজিত দাসীকে দিলেন। দাসী কহিল, "আমায় কি আজ্ঞা করিতেছেন?"

বিমলা কহিলেন, "তুমি একবার ওস্‌মানের নিকট যাও; কহিও যে, আমি তাঁহার নিকট সাক্ষাতের প্রার্থিতা।"

দাসী সেইরূপ করিল। ওস্‌মান বলিয়া পাঠাইলেন, "সে মহাল মধ্যে আমার যাতায়াতে উভয়েরই সঙ্কট; তাঁহাকে আমার আবাস-মন্দিরে আসিতে কহিও।"

সন্ধ্যার পর দাসী আসিয়া বিমলাকে ওস্‌মানের কাছে লইয়া গেল।

বিমলা কহিলেন, "জগৎসিংহের আরোগ্যপ্রাপ্তির পর, এই পত্র-খানি তাঁহাকে দিবেন। আপনার নিকট এইমাত্র আমার ভিক্ষা।"

ওস্‌মান লিপি প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, "ইহা আমার অনুচিত কার্য্য; বন্দীদিগের নিকট কোন লিপি আমরা নিজে পাঠ না করিয়া যাইতে দেওয়া অবৈধ এবং আমার প্রভুর আদেশ-বিরুদ্ধ!"

বিমলা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "তবে আপনি পাঠ করিয়াই দিবেন।"

ওস্‌মান লিপি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিমলার পত্র

"যুবরাজ! আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, একদিন আমার পরিচয় দিব। এখন তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্যই এখন আপনাকে পত্র লিখিতেছি।

বীরেন্দ্রসিংহ ছিলেন আমার স্বামী। এত দিন একথা প্রকাশ ছিল না, আজ কে বিশ্বাস করিবে? কেনই বা পত্নী হইয়া দাসীবৎ ছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন—

আমার মাতা ছিলেন শূদ্রকন্যা; আর পিতা ছিলেন গড়-মান্দারণের নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রামের এক সম্পন্ন ব্রাহ্মণের পুত্র শশিশেখর ভট্টাচার্য্য।

শশিশেখর পিতা মাতার সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া কাশী-ধামে বাস করিতেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুকাল পরেই তিনি কাশীধাম ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

সেই অবধি দুঃখিনী মাতা আমাকে লইয়া কাশীধামেই রহিলেন। কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। কেহ দুঃখিনীর প্রতি ফিরিয়া চাহিত না; পিতারও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কয়েক বৎসর পরে শীতকালে একজন আঢ্য পাঠান বঙ্গদেশ হইতে দিল্লীনগরে গমনকালে কাশীধাম দিয়া যান। অধিক রাত্রিতে নগরে উপস্থিত হইয়া রাত্রিতে থাকিবার স্থান পান না; তাঁহার সঙ্গে বিবি ও একটি নবকুমার। তাঁহারা মাতার কুটীরসন্নিধানে আসিয়া কুটীর-মধ্যে নিশাযাপনের প্রার্থনা জানাইয়া কহিলেন, 'এ রাত্রে হিন্দুপল্লী-মধ্যে কেহ আমাকে স্থান দিল না। এখন আমরা এ বালকটিকে লইয়া আর কোথা যাইব? ইহার হিম সহ্য হইবে না। আমার সহিত অধিক লোকজন নাই, কুটীরমধ্যে অনায়াসে স্থান হইবে। আমি তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার করিব।' বস্তুতঃ পাঠান বিশেষ

প্রয়োজনে ত্বরিতগমনে দিল্লী যাইতেছিলেন ; তাঁহার সহিত একমাত্র ভৃত্য ছিল। মাতা দরিদ্রও বটে ; সদয়চিত্তও বটে ; ধনলোভেই হউক বা বালকের প্রতি দয়া করিয়াই হউক, পাঠানকে কুটীরমধ্যে স্থান দিলেন। পাঠান স্ত্রী ও সন্তান লইয়া কুটীরের এক ভাগে প্রদীপ জ্বালিয়া শয়ন করিল—দ্বিতীয় ভাগে আমরা শয়ন করিলাম।

এই সময়ের কাশীধামে অত্যন্ত বালকচোরের ভয় প্রবল হইয়াছিল। আমি তখন ছয় বৎসরের বালিকা মাত্র, আমি সকল স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। মাতার নিকটে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি।

নিশীথে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। একজন চোর পর্ণকুটীরমধ্যে সিঁধ দিয়া পাঠানের বালকটি অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল ; আমার তখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল ; আমি চোরের কার্য্য দেখিতে পাইয়া-ছিলাম। চোর বালক লইয়া যায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম। আমার চীৎকারে সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল।

পাঠানের স্ত্রী দেখিলেন, "বালক শয্যায় নাই। একেবারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। চোর তখন বালক লইয়া শয্যাতলে লুক্কায়িত হইয়াছিল। পাঠান তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া আনিয়া বালক কাড়িয়া লইলেন।"

এই পর্য্যন্ত লিপি পাঠ করিয়া ওস্‌মান অন্যমনে চিন্তা করিতে করিতে বিমলাকে কহিলেন, "তোমার তখন কি অন্য কোন নাম ছিল না?"

বিমলা কহিলেন, "ছিল। সে যাবনিক নাম বলিয়া পিতা নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।"

"কি সে নাম? মাহরু?"

বিমলা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন?"

ওস্‌মান কহিলেন, "আমিই সেই অপহৃত বালক।"

বিমলা বিস্মিত হইলেন। ওস্‌মান পুনর্ব্বার পাঠ করিতে লাগিলেন।

"পরদিন প্রাতে পাঠান বিদায়কালে মাতাকে কহিলেন, 'তোমার কন্যা আমার যে উপকার করিয়াছে, এক্ষণে তাহার প্রত্যুপকার করি, এমত সাধ্য নাই ; কিন্তু তোমার যে কিছুতে অভিলাষ থাকে, আমাকে কহ ; আমি দিল্লী যাইতেছি, তথা হইতে আমি তোমার অভীষ্ট বস্তু পাঠাইয়া দিব। অর্থ চাহ, তাহাও পাঠাইয়া দিব।'

মাতা কহিলেন, 'আমার ধনে প্রয়োজন নাই। আমি নিজ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা স্বচ্ছন্দে দিন গুজরাম্ করি, তবে যদি বাদশাহের নিকট আপনার প্রতিপত্তি থাকে,—'

পাঠান কহিলেন, 'যথেষ্ট আছে, আমি রাজদরবারে তোমার উপকার করিতে পারি।'

মাতা কহিলেন, 'তবে এই বালিকার পিতার অনুসন্ধান করাইয়া আমাকে সংবাদ দিবেন।'

পাঠান প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন। পরে নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজপুরুষদিগকে পিতার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে রাজপুরুষেরা পিতার সন্ধান পাইয়া পূর্ব্ব প্রচারিত আজ্ঞানুসারে মাতাকে সংবাদ-লিপি পাঠাইলেন; পিতা দিল্লীতে ছিলেন। শশিশেখর ভট্টাচার্য্য নাম ত্যাগ করিয়া অভিরাম স্বামী নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

যখন এই সংবাদ আসিল, তখন মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। পিতৃসংবাদ পাইলে আর কাশীধামে আমার মন তিষ্ঠিল না। আমি একাকিনী পিতৃদর্শনে যাত্রা করিলাম। পিতা আমার গমনে প্রথম রুষ্ট হইলেন, কিন্তু আমি বহুতর রোদন করায় আমাকে তাঁহার সেবার্থ নিকটে থাকিতে অনুমতি করিলেন। 'মাহরু' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'বিমলা' নাম রাখিলেন। আমি পিত্রালয়ে থাকিয়া পিতার সেবায় মনোনিবেশ করিলাম; তাঁহার যাহাতে তুষ্টি জন্মে, তাহাতে যত্ন করিতে লাগিলাম।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিমলার পত্র সমাপ্ত

"তিলোত্তমার মাতা ছিলেন সম্পর্কে আমার ভগিনী ; পূর্ব্বে ইহা আমি অবগত ছিলাম না।

তিলোত্তমা যখন মাতৃগর্ভে, সেই সময়ে এক দিন পিতা তাঁহার জামাতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া আশ্রমে আসিলেন। আমার নিকট মন্ত্রশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন, স্বর্গীয় প্রভুর নিকট প্রকৃত পরিচয় পাইলাম।

যে অবধি তাঁহাকে দেখিলাম, সেই অবধি আপন চিত্ত পরের হইল। কিন্তু কি বলিয়াই বা সে সব কথা আপতাকে বলি ? বীরেন্দ্রসিংহ বিবাহ ভিন্ন আমাকে লাভ করিতে পারিবেন না বুঝিলেন। পিতাও সকল বৃত্তান্ত অনুভবে জানিতে পারিলেন। এক দিন উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল ; অন্তরাল হইতে শুনিতে পাইলাম।

পিতা কহিলেন, আমি বিমলাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও থাকিতে পারিব না। কিন্তু বিমলা যদি তোমার ধর্ম্মপত্নী হয়, তবে আমি তোমার নিকটে থাকিব। আর যদি তোমার সে অভিপ্রায় না থাকে—'

পিতার কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই স্বর্গীয় দেব কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'ঠাকুর, শূদ্রীকন্যাকে কি-প্রকারে বিবাহ করিব ?'

পিতা কহিলেন, 'তুমি বিবাহে অস্বীকৃত হইলে, উত্তম। তোমার আর এ আশ্রমে আসিবার প্রয়োজন করে না। তোমার গৃহেই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।'

সেই অবধিই তিনি কিয়দ্দিবস যাতায়াত ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কিছু কাল পরে তিনি পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত যাতায়াত করিতে লাগিলেন। পিতা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।

একদিন আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, 'আমি স্থানে স্থানে পর্য্যটন করিতে যাইব; তুমি তখন মহারাজ মানসিংহের মহিষীর সাহচর্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।'

যুবরাজ! আমি তোমাদিগের গৃহে পুরাঙ্গনা হইলাম। কৌশলে পিতা আমাকে নিজ জামাতার চক্ষুঃপথ হইতে দূর করিলেন। আমি তোমার পিতৃভবনে অনেকদিন ছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে চেন না। তুমি তখন দশম বর্ষীয় বালক মাত্র, অম্বরের রাজবাটীতে মাতৃসন্নিধানে থাকিতে, আমি তোমার বিমাতা উর্ম্মিলা দেবীর সাহচর্য্যে দিল্লীতে নিযুক্ত থাকিতাম। একদিন নিশাকালে একাকিনী শয়ন করিয়া-ছিলাম, অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্তিমিত দীপালোকে দেখিলাম, শিয়রে একজন মনুষ্য।

যখন আমার বাক্যস্ফূর্তি হইল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কেমন করিয়া এ পুরীর মধ্যে আসিলে?'

তিনি কহিলেন, 'আশ্‌মানীকে জিজ্ঞাসা কর, তাহার সমভি-ব্যাহারে বারিবাহক দাস সাজিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই পর্য্যন্ত লুক্কায়িত আছি।'

এমন সময় অকস্মাৎ আমার শয়নকক্ষের দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। সম্মুখে দেখি, মহারাজ মানসিংহ!

বিস্তারে আবশ্যক কি? বীরেন্দ্রসিংহ কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। মহারাজ এরূপ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। আমি কাঁদিয়া উর্ম্মিলা দেবীর পদতলে পড়িলাম, সকল দোষ আপনার স্কন্ধে স্বীকার করিয়া লইলাম। উর্ম্মিলা দেবী আমার জন্য মহারাজের নিকট বহুবিধ কহিলেন; মহারাজ কহিলেন, 'আমি তবে চোরকে মুক্ত করি, সে যদি বিমলাকে বিবাহ করে।' তিনি মহারাজের বাক্যে বিষম রুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'আমি যাবজ্জীবন কারাগারে থাকিব, সেও ভাল; তথাপি বিমলাকে কখন বিবাহ করিব না।' পরিশেষে যখন আর কারাগার-যন্ত্রণা সহ্য হইল না, তখন অগত্যা অৰ্দ্ধসম্মত হইয়া কহিলেন, 'বিমলা যদি আমার গৃহে পরি-

চারিকা হইয়া থাকিতে পারে, বিবাহের কথা আমার জীবিতকালে কখনও উত্থাপন না করে, আমার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া কখন পরিচয় না দেয়, তবে শূদ্রীকে বিবাহ করি—নচেৎ নহে।'

পিতা এবং মহারাজ উভয়েই সম্মত হইলেন। আমি বিপুল পুলক সহকারে তাহাই স্বীকার করিলাম। আমি দাসীবেশে রাজভবন হইতে নিজ ভর্তৃভবনে আসিলাম।

আমার পরিচয় দেওয়া শেষ হইল। এই, পত্রে কেবল আত্মবিবরণই লিখিলাম। যাহার সংবাদ জন্য আপনি চঞ্চলচিত্ত, তাহার নামোল্লেখ করিলাম না। মনে করুন, সে নাম এ পৃথিবীতে লোপ হইয়াছে। তিলোত্তমা বলিয়া কেহ কখন ছিল, তাহা বিস্মৃত হউন।"

ওস্‌মান লিপিপাঠ সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "মা! আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব।"

বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আর আমার পৃথিবীতে উপকার কি আছে? তুমি আমার কি উপকার করিবে? তবে এক উপকার—"

ওস্‌মান কহিলেন, "আমি তাহাই সাধন করিব।"

বিমলার চক্ষু প্রোজ্জ্বল হইল, কহিলেন, "ওস্‌মান! কি কহিতেছ? এ দগ্ধ হৃদয়কে আর কেন প্রবঞ্চনা কর?"

ওস্‌মান হস্ত হইতে একটি অঙ্গুরীয় মুক্ত করিয়া কহিলেন, "এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর, দুই একদিন মধ্যে কিছু সাধন হইবে না, কতলু খাঁর জন্মদিন আগতপ্রায়, সে দিবস বড় উৎসব হইয়া থাকে। প্রহরিগণ আমোদে মত্ত থাকে। সেই দিবস আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। তুমি সেই দিবস নিশীথে অন্তঃপুরদ্বারে আসিও; যদি তথায় কেহ তোমাকে এইরূপ দ্বিতীয় অঙ্গুরীয় দৃষ্টি করায়, তবে তুমি তাহার সঙ্গে বাহিরে আসিও; ভরসা করি, নিষ্কণ্টকে আসিতে পারিবে। তবে জগদীশ্বরের ইচ্ছা।"

বিমলা কহিলেন, "জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, আমি অধিক কি বলিব।"

বিমলা রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না।

বিমলা ওস্‌মানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইবেন, এমন সময় ওস্‌মান কহিলেন, "এক কথা সাবধান করিয়া দিই। একাকিনী আসিবেন। আপনার সঙ্গে কেহ সঙ্গিনী থাকিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, বরং প্রমাদ ঘটিবে।"

বিমলা বুঝিতে পারিলেন যে, ওস্‌মান তিলোত্তমাকে সঙ্গে আনিতে নিষেধ করিতেছেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ভাল, দুই জন না যাইতে পারি, তিলোত্তমা একাই আসিবে।"

বিমলা বিদায় লইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আরোগ্য

দিন যায়। তুমি যাহা ইচ্ছা কর, দিন যাবে, রবে না। যে অবস্থায় ইচ্ছা, যে অবস্থায় থাক, দিন যাবে, রবে না। পথিক! বড় দারুণ ঝটিকা বৃষ্টিতে পতিত হইয়াছ? বৃষ্টিতে প্লাবিত হইতেছ? আশ্রয় পাইতেছ না? ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর, এ দিন যাবে—রবে না! ক্ষণেক অপেক্ষা কর, দুর্দ্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে, ভানূদয় হইবে; কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

কাহার না দিন যায়? কাহার দুঃখ স্থায়ী করিবার জন্য দিন বসিয়া থাকে? তবে কেন রোদন কর?

কার দিন গেল না? তিলোত্তমা ধূলায় পড়িয়া আছে, তবু দিন যাইতেছে।

বিমলার হৃৎপদ্মে প্রতিহিংসা-কালফণী বসতি করিয়া সর্ব্বশরীর বিষে জর্জ্জর করিতেছে, এক মুহূর্ত্ত তার দংশন অসহ্য; একদিনে কত মুহূর্ত্ত! তথাপি দিন কি গেল না?



......আয়েষা কণ্ঠ হইতে রত্নকণ্ঠী ছিঁড়িয়া দেখাইয়া কহিলেন, "এই পুরস্কার-লোভে প্রহরী পথ ছাড়িয়া দিবে।"

জগৎসিংহ রুগ্নশয্যায় ; রোগীর দিন কত দীর্ঘ, কে না জানে ? তথাপি দিন গেল !

দিন গেল। দিনে দিনে জগৎসিংহের আরোগ্য জন্মিতে লাগিল। দিনে দিনে রাজপুত্র নিরাপদ্ হইতে লাগিলেন। প্রথমে শরীরের গ্লানি দূর ; পরে আহার ; পরে বল ; শেষে চিন্তা।

প্রথমে চিন্তা—তিলোত্তমা কোথায় ? দ্বিতীয় চিন্তা—নিজ ভবিষ্যৎ। "কি হইবে" অকস্মাৎ এ প্রশ্নের কে উত্তর দিতে পারে ?

একদিন অপরাহ্ণে জগৎসিংহ গবাক্ষে দাঁড়াইয়া দুর্গের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এক স্থানে কয়েকজন লোক মণ্ডলীকৃত হইয়া কোন ব্যক্তি বা বস্তু বেষ্টনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়াছিল। রাজপুত্রের তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হইল। দেখিতে পাইলেন, মণ্ডলীমধ্যে এক ব্যক্তি একখানা পুঁথির ন্যায় কয়েকখণ্ড পত্র লইয়া তাহা হইতে কি পড়িয়া শুনাইতেছে। ইহা দেখিয়া রাজকুমারের কিছু কৌতূহল জন্মিল। ইতিমধ্যে ওস্‌মান গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ওস্‌মান আসিয়া কহিলেন, "ও আপনাদিগের ব্রাহ্মণ, ও ব্যক্তিকে গড় মান্দারণে দেখিয়াছিলাম।"

রাজকুমার চিন্তিত হইলেন। গড় মান্দারণে ছিল ? তবে এ ব্যক্তি কি তিলোত্তমার কোন সংবাদ বলিতে পারিবে না ? এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, উহার নাম কি ?"

ওস্‌মান চিন্তা করিয়া কহিলেন, "উহার নাম, গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজ।"

"বিদ্যাদিগ্‌গজ ! চমৎকার উপাধি ! উহার সহিত আলাপ করিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে।"

ওস্‌মান খাঁ একটু একটু গজপতির কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন ; বিবেচনা করিলেন, ইহার সহিত কথোপকথনে ক্ষতি হইতে পারে না। কহিলেন, "ক্ষতি কি ?"

উভয়ে নিকটস্থ বাহিরের ঘরে গিয়া ভৃত্য দ্বারা গজপতিকে আহ্বান করিয়া আনিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

দিগ্‌গজ সংবাদ

ভৃত্যসঙ্গে গজপতি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে রাজকুমার জিজ্ঞাসিলেন, "আচ্ছা, বিদ্যাদিগ্‌গজ মহাশয়! গড়ের কাহারও সংবাদ আপনি জানেন ?"

দিগ্‌গজ কহিলেন, "অভিরাম স্বামী পলায়ন করিয়াছেন, আর বীরেন্দ্রসিংহকে নবাব কতলু খাঁ কাটিয়া ফেলিয়াছেন।"

রাজপুত্রের মুখ রক্তিমবর্ণ হইল। ওস্‌মানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি ?"

ওস্‌মান গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নবাব বিচার করিয়া রাজবিদ্রোহী জ্ঞানে প্রাণদণ্ড করিয়াছেন।"

রাজপুত্রের চক্ষুতে অগ্নি প্রোজ্জ্বল হইল। ওস্‌মানকে জিজ্ঞাসিলেন, "কার্য্য কি আপনার অভিমতে হইয়াছে ?"

ওস্‌মান কহিলেন, "আমার পরামর্শের বিরুদ্ধে।"

রাজকুমার দিগ্‌গজের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমলা আর তিলোত্তমা কোথায় ?"

ব্রাহ্মণ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, একটু রোদন করিল। কহিল, "বিমলা আর তিলোত্তমা নবাবের উপপত্নী হইয়াছে। দাসদাসী লইয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে আছে।"

রাজকুমার বেগে ব্রাহ্মণের হস্ত নিক্ষেপ করিলেন, ব্রাহ্মণ পড়িতে পড়িতে রহিল।

ওস্‌মান লজ্জিত হইয়া মৃদুভাবে কহিলেন, "আমি সেনাপতি মাত্র।"

রাজপুত্র উত্তর করিলেন, "আপনি পিশাচের সেনাপতি।"

———

দশম পরিচ্ছেদ

প্রতিমা-বিসর্জ্জন

বলা বাহুল্য যে, সে রাত্রে জগৎসিংহের নিদ্রা আসিল না। কুমার কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; কতক্ষণ এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা সুকঠিন; যখন প্রাতঃসূর্য্যকরে হর্ম্ম্য-প্রাকার দীপ্ত হইতেছিল, তখন জগৎসিংহ হর্ম্ম্যতলে বিনা শয্যায়, বিনা উপাধানে লম্বমান হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন।

ওসমান আসিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। রাজপুত্র নিদ্রোত্থিত হইলে, ওসমান তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। রাজপুত্র পত্র হস্তে লইয়া নিরুত্তরে ওস্‌মানের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ওস্‌মান কহিলেন, "রাজপুত্র! পত্রপ্রেরিকার নিকট আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, এই পত্র আপনাকে দিব; যে কারণে এত দিন এই পত্র আপনাকে দিই নাই, সে কারণ দূর হইয়াছে। আপনি সকল জ্ঞাত হইয়াছেন। অতএব পত্র আপনার নিকট রাখিয়া চলিলাম, আপনি অবসরমতে পাঠ করিবেন; অপরাহ্ণে আমি পুনর্ব্বার আসিব। প্রত্যুত্তর দিতে চাহেন, তাহাও লইয়া লেখিকার নিকট প্রেরণ করিতে পারিব।"

এই বলিয়া ওস্‌মান রাজপুত্রের নিকট পত্র রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজপুত্র একাকী বসিয়া সম্পূর্ণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে, বিমলার পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন। যখন পত্র নিঃশেষ দগ্ধ হইয়া গেল, তখন করযোড়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিতে লাগিলেন, "গুরুদেব! আর

আমি তিলোত্তমার দর্শনাভিলাষী নহি; আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, স্মৃতিলোপ কি হইবে না! গুরুদেব? ও পদপ্রসাদ ভিক্ষা করি। নচেৎ স্মরণের যন্ত্রণা সহ্য হয় না।"

প্রতিমা বিসর্জ্জন হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গৃহান্তর

অপরাহ্ণে ওস্‌মান রাজপুত্র সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "যুবরাজ! প্রত্যুত্তর পাঠাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে কি?"

যুবরাজ প্রত্যুত্তর লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, ওস্‌মানকে দিলেন।

পত্র হস্তে লইয়া ওস্‌মান কহিলেন, "আমি এক্ষণে যে প্রস্তাব করিব, তাহা কতলু খাঁর আদেশমত কহিতেছি জানিবেন।"

জগৎ। উত্তম।

ওস্‌মান। শ্রবণ করুন। রাজপুত পাঠানের যুদ্ধে উভয়কুল ক্ষয় হইতেছে। কাজেই আমার প্রভু সন্ধি করিতে বলেন। সন্ধির প্রস্তাব আপনি স্বয়ং আপনার পিতার কাছে করিবেন।

রাজপুত্র কহিলেন, "সেনাপতি মহাশয়! দিল্লীর সম্রাট্ আমাদিগকে পাঠান জয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন, পাঠান জয়ই করিব। সন্ধি করিতে নিযুক্ত করেন নাই, সন্ধি করিব না। কিম্বা সে অনুরোধও করিব না।"

ওস্‌মানের মুখভঙ্গীতে সন্তোষ অথচ ক্ষোভ উভয়ই প্রকাশ হইল; কহিলেন, "আমি বিদায় হইলাম। আমার কার্য্য আমি করিলাম! কতলু খাঁর আদেশ অন্য দূতমুখে শ্রবণ করিবেন।"

কিছুপরে কথিত দূত আগমন করিল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কার্য্য কি?"

দূত কহিল, "আপনার বাসগৃহ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।"

"আমি প্রস্তুত আছি, চল" বলিয়া রাজপুত্র দূতের অনুগামী হইলেন।

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অলৌকিক আভরণ

মহোৎসব উপস্থিত। অদ্য কতলু খাঁর জন্মদিন। দিবসে নৃত্য, গীত, দান, আহার ইত্যাদিতে সকলেই ব্যাপৃত ছিল। রাত্রিতে ততোধিক। এইমাত্র সায়াহ্নকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। দুর্গমধ্যে আলোকময় ; সৈনিক, সিপাহি, ওমরাহ, ভৃত্য, গায়ক, বাদক, এই সকলে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। অন্তঃপুরমধ্যেও ঐরূপ। কক্ষে কক্ষে রজতদীপ, গন্ধদীপ, স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বর্ষণ করিতেছে।

বিমলা এইরূপ পুরীমধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া এক সুসজ্জীভূত গৃহে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশানন্তর দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন। এ উৎসবের দিনেও সে কক্ষমধ্যে একটিমাত্র ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল। কক্ষের এক প্রান্তভাগে একখানি পালঙ্ক ছিল। সেই পালঙ্কে আপাদমস্তক শয্যোত্তরচ্ছদে আবৃত হইয়া কেহ শয়ন করিয়াছিল। বিমলা পালঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন,— "আমি আসিয়াছি।"

শয়ান ব্যক্তি চমকিতের ন্যায় মুখের আবরণ দূর করিল। বিমলাকে চিনিতে পারিয়া গাত্রোত্থান করিয়া বসিল, কোন উত্তর করিল না।

বিমলা পুনরপি কহিলেন, "তিলোত্তমা! আমি আসিয়াছি।"

তিলোত্তমা তথাপি কোন উত্তর করিলেন না। স্থিরদৃষ্টিতে বিমলার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

তিলোত্তমা আর ব্রীড়া-বিবশা বালিকা নহে। তদ্দণ্ডে তাঁহাকে সেই ক্ষীণালোকে দেখিলে বোধ হইত যে, দশ বৎসর পরিমাণ বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে। দেহ অত্যন্ত শীর্ণ, মুখ মলিন। পরিধানে একখানি সঙ্কীর্ণায়তন বাস। অবিন্যস্ত কেশভারে ধূলিরাশি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অঙ্গে অলঙ্কারের লেশ নাই; কেবল পূর্ব্বে যে অলঙ্কার পরিধান করিতেন, তাহার চিহ্ন রহিয়াছে মাত্র।

বিমলা পুনরপি কহিলেন, "আমি আসিব বলিয়াছিলাম—আসিয়াছি। কথা কহিতেছ না কেন?"

তিলোত্তমা কহিলেন, "যে কথা ছিল, তাহা সকল কহিয়াছি, আর কি কহিব?"

বিমলা তিলোত্তমার স্বরে বুঝিতে পারিলেন যে, তিলোত্তমা রোদন করিতেছিলেন; মস্তকে হস্ত দিয়া তাঁহার মুখ তুলিয়া দেখিলেন, চক্ষুর জলে মুখ প্লাবিত রহিয়াছে; অঞ্চল স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, অঞ্চল সম্পূর্ণ আর্দ্র। যে উপাধানে মাথা রাখিয়া তিলোত্তমা শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহাও প্লাবিত। বিমলা কহিলেন, "এমন দিবানিশি কাঁদিলে শরীর কয় দিন বহিবে?"

তিলোত্তমা আগ্রহসহকারে কহিলেন, "বহিয়া কাজ কি? এত দিন বহিল কেন, এই মনস্তাপ।"

বিমলা নিরুত্তর হইলেন। তিনিও রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এখন আজিকার উপায়?"

তিলোত্তমা অসন্তোষের সহিত বিমলার অলঙ্কারাদির দিকে পুনর্ব্বার চক্ষুপাত করিয়া কহিলেন, "উপায়ের প্রয়োজন কি?"

বিমলা কহিলেন, "বাছা, তাচ্ছল্য করিও না। আজও কি কতলু খাঁকে বিশেষ জান না? এ পর্য্যন্ত দুরাত্মা আমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছে; আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের অবসরের যে সীমা, পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছে। সুতরাং আজ আমাদিগকে নৃত্যশালায় না দেখিলে, না জানি কি প্রমাদ ঘটাইবে।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "আবার প্রমাদ কি ?"

বিমলা কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া কহিলেন, "তিলোত্তমা, একেবারে নিরাশ হও কেন ? যত দিন প্রাণ আছে, তত দিন ধর্ম্ম রাখিব।"

তিলোত্তমা তখন কহিলেন, "তবে মা ! এই সব অলঙ্কার খুলিয়া ফেল ; তুমি অলঙ্কার পরিয়াছ, আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে।"

বিমলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাছা, আমার সকল আভরণ না দেখিয়া আমাকে তিরস্কার করিও না।"

এই বলিয়া বিমলা নিজ পরিধেয় বাসমধ্যে লুক্কায়িত এক তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা বাহির করিলেন ; দীপপ্রভায় তাহার শাণিত ফলক বিদ্যুদ্বৎ চমকিয়া উঠিল। তিলোত্তমা বিস্মিতা ও বিশুষ্কমুখী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোথায় পাইলে ?"

বিমলা কহিলেন, "কাল হইতে অন্তঃপুরমধ্যে একজন নূতন দাসী আসিয়াছে, দেখিয়াছ ?"

তিলোত্তমা। দেখিয়াছি—আশ্‌মানী আসিয়াছে।

বিমলা। আশ্‌মানীর দ্বারা ইহা অভিরাম স্বামীর নিকট হইতেই আনাইয়াছি।

তিলোত্তমা নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন ; তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এ বেশ অদ্য ত্যাগ করিবে না ?"

তিলোত্তমা কহিলেন, "না।"

বি। নৃত্যগীতাদিতে যাইবে না ?

তি। না।

বি। তাহাতেও নিস্তার পাইবে না।

তিলোত্তমা কাঁদিতে লাগিলেন। বিমলা কহিলেন, "স্থির হইয়া শুন, আমি তোমার নিষ্কৃতির উপায় করিয়াছি।"

তিলোত্তমা আগ্রহসহকারে বিমলার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বিমলা তিলোত্তমার হস্তে ওস্‌মানের অঙ্গুরীয় দিয়া কহিলেন, "এই

অঙ্গুরীয় ধর; নৃত্যগৃহে যাইও না; অৰ্দ্ধরাত্রের এদিকে উৎসব সম্পূর্ণ হইবে না; সে পর্য্যন্ত আমি পাঠানকে নিবৃত্ত রাখিতে পারিব। আমি যে তোমার বিমাতা, তাহা সে জানিয়াছে, তুমি আমার সাক্ষাতে আসিতে পারিবে না, এই ছলে নৃত্যগীত সমাধা পর্য্যন্ত তাহার দর্শনবাঞ্ছা ক্ষান্ত রাখিতে পারিব। অৰ্দ্ধরাত্রে অন্তঃপুরদ্বারে যাইও; তথায় আর এক ব্যক্তি তোমাকে এইরূপ আর এক অঙ্গুরীয় দেখাইবে। তুমি নির্ভয়ে তাহার সঙ্গে গমন করিও, যেখানে লইয়া যাইতে বলিবে, সে তোমাকে তথায় লইয়া যাইবে। তুমি তাহাকে অভিরাম স্বামীর কুটীরে লইয়া যাইতে কহিও।"

তিলোত্তমা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন; বিস্ময়ে হউক বা আহ্লাদে হউক, কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। পরে কহিলেন, "এ বৃত্তান্ত কি? এ অঙ্গুরীয় তোমাকে কে দিল?"

বিমলা কহিলেন, "সে সকল বিস্তর কথা, অন্য সময়ে অবকাশ মত কহিব। এক্ষণে যাহা বলিলাম, তাহা করিও।"

তিলোত্তমা কহিলেন, "তোমার কি গতি হইবে? তুমি কি প্রকারে বাহির হইবে?"

বিমলা কহিলেন, "আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমি অন্য উপায়ে বাহির হইয়া কাল প্রাতে তোমার সহিত মিলিত হইব।"

এই বলিয়া বিমলা তিলোত্তমাকে প্রবোধ দিলেন; কিন্তু তিনি যে তিলোত্তমার জন্য নিজ মুক্তিপথ রোধ করিলেন, তাহা তিলোত্তমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অনেক দিন তিলোত্তমার মুখে হর্ষবিকাশ হয় নাই; বিমলার কথা শুনিয়া তিলোত্তমার মুখ আজ হর্ষোৎফুল্ল হইল।

বিমলা দেখিয়া অন্তরে পুলকপূর্ণ হইলেন। বাষ্পগদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "তবে আমি চলিলাম।"

তিলোত্তমা কিঞ্চিৎ সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, "দেখিতেছি, তুমি দুর্গের সকল সংবাদ পাইয়াছ, আমাদিগের আত্মীয়বর্গ কোথায়? কে কেমন আছে, বলিয়া যাও।"

বিমলা দেখিলেন, এ বিপদ্‌সাগরেও জগৎসিংহ তিলোত্তমার মনোমধ্যে জাগিতেছেন। বিমলা রাজপুত্রের পত্র পাইয়াছেন, তাহাতে তিলোত্তমার নামও নাই; এ কথা তিলোত্তমা শুনিলে কেবল দগ্ধের উপর দগ্ধ হইবেন মাত্র; অতএব সে সকল কথা কিছুমাত্র না বলিয়া উত্তর করিলেন, "জগৎসিংহ এই দুর্গমধ্যেই আছেন, তিনি শারীরিক কুশলে আছেন।"

তিলোত্তমা নীরব হইয়া রহিলেন।

বিমলা চক্ষু মুছিতে মুছিতে তথা হইতে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অঙ্গুরীয় প্রদর্শন

বিমলা গমন করিলে পর, একজন পরিচারিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তিলোত্তমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রি কত?"

দাসী কহিল, "দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে।" তিলোত্তমা দাসীর বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দাসী প্রয়োজন সমাপন করিয়া চলিয়া গেল, তিলোত্তমা বিমলা-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় লইয়া কক্ষমধ্য হইতে যাত্রা করিলেন। তখন আবার মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল; পা কাঁপে, হৃদয় কাঁপে, মুখ শুকায়; একপদে অগ্রসর, একপদে পশ্চাৎ হইতে লাগিলেন। ক্রমে সাহসে ভর করিয়া অন্তঃপুর-দ্বার পর্য্যন্ত গেলেন। পৌরবর্গ, খোজা, হাবসী প্রভৃতি সকলেই প্রমোদে ব্যস্ত কেহ তাঁহাকে দেখিল না; দেখিলেও তৎপ্রতি মনোযোগ করিল না; কিন্তু তিলোত্তমার বোধ হইতে লাগিল, যেন সকলেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। কোনক্রমে অন্তঃপুরদ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন, তথায় প্রহরিগণ আনন্দে উন্মত্ত। কেহ নিদ্রিত, কেহ, জাগ্রত, কেহ

অচেতন ; কেহ অর্দ্ধচেতন। কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। একজন মাত্র দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল ; সেও প্রহরীর বেশধারী। সে তিলোত্তমাকে দেখিয়া কহিল, "আপনার হাতে আংটী আছে ?"

তিলোত্তমা সভয়ে অঙ্গুরীয় দেখাইলেন। প্রহরিবেশী উত্তমরূপে সেই অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ করিয়া নিজ হস্তস্থ অঙ্গুরীয় তিলোত্তমাকে দেখাইল। পরে কহিল, "আমার সঙ্গে আসুন, কোন চিন্তা নাই।"

তিলোত্তমা চঞ্চলচিত্তে প্রহরীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অন্তঃপুর-দ্বারে প্রহরিগণ যেরূপ শিথিল-ভাবাপন্ন, সর্ব্বত্র প্রহরিগণ প্রায় সেইরূপ। বিশেষ অদ্য রাত্রে অবারিত-দ্বার, কেহই কোন কথা কহিল না। প্রহরী তিলোত্তমাকে লইয়া নানা দ্বার, নানা প্রকোষ্ঠ, নানা প্রাঙ্গণভূমি অতিক্রম করিয়া আসিতে লাগিল। পরিশেষে দুর্গপ্রান্তে ফটকে আসিয়া কহিল, "এক্ষণে কোথায় যাইবেন, আজ্ঞা করুন, লইয়া যাই।"

বিমলা কি বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তিলোত্তমার স্মরণ হইল না। আগে জগৎসিংহকে স্মরণ হইল। ইচ্ছা, প্রহরীকে কহেন, "যথায় রাজপুত্র আছেন, তথায় লইয়া চল।" কিন্তু পূর্ব্বশত্রু লজ্জা আসিয়া বৈরী সাধিল। কথা মুখে বাধিয়া আসিল। প্রহরী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় লইয়া যাইব ?"

তিলোত্তমা কিছুই বলিতে পারিল না ; যেন জ্ঞানশূন্যা হইলেন, আপনা আপনিই হৃৎকম্প হইতে লাগিল। নয়নে দেখিতে, কর্ণে শুনিতে পান না ; মুখ হইতে কি কথা বাহির হইল, তাহাও কিছু জানিতে পারিলেন না ; প্রহরীর কর্ণে অর্দ্ধস্পষ্ট "জগৎসিংহ" শব্দটি প্রবেশ করিল।

প্রহরী কহিল, "জগৎসিংহ এক্ষণে কারাগারে আবদ্ধ আছেন। সে অন্যের অগম্য। কিন্তু আমার প্রতি এমন আজ্ঞা আছে যে, আপনি যথায় যাইতে চাহিবেন, তথায় লইয়া যাইব, আসুন।"

প্রহরী দুর্গ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল। তিলোত্তমা কি করিতেছেন, কোথায় যাইতেছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরিলেন ; সেই ভাবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

প্রহরী কারাগারদ্বারে গমন করিয়া দেখিল যে, অন্যত্র প্রহরিগণ যেরূপ প্রমোদাসক্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে শৈথিল্য করিতেছে, এখানে সেরূপ নহে, সকলেই স্ব স্ব স্থানে সতর্ক আছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজপুত্র কোন্ স্থানে আছেন?" সে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়া দিল। অঙ্গুরীয়বাহক প্রহরী কারাগার-রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বন্দী এক্ষণে নিদ্রিত, না জাগরিত আছেন?"

কারাগার-রক্ষী কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কহিল, "বন্দীর উত্তর পাইয়াছি, জাগিয়া আছেন।"

অঙ্গুরীয়বাহক প্রহরী রক্ষীকে কহিল, "আমাকে ঐ কক্ষের দ্বার খুলিয়া দাও, এই স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ করিতে যাইবে।"

রক্ষী চমৎকৃত হইয়া কহিল, "সে কি! এমত হুকুম নাই, তুমি কি জান না?"

অঙ্গুরীয়বাহক কারাগারের প্রহরীকে ওস্মানের সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় দেখাইল। সে তৎক্ষণাৎ নতশির হইয়া কক্ষের দ্বারোদঘাটন করিয়া দিল।

রাজকুমার কক্ষমধ্যে এক সামান্য চৌপায়ার উপর শয়ন করিয়াছিলেন; দ্বারোদঘাটন শব্দ শুনিয়া কৌতূহলপ্রযুক্ত দ্বারপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিলোত্তমা বাহির দিকে দ্বারের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া আর আসিতে পারিলেন না। আবার পা চলে না; দ্বারপার্শ্বে কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অঙ্গুরীয়বাহক তিলোত্তমাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া কহিল, "এ কি! আপনি এখানে বিলম্ব করেন কেন?" তথাপি তিলোত্তমার পা উঠিল না।

প্রহরী পুনর্ব্বার কহিল, "না যান, তবে প্রত্যাগমন করুন। এ দাঁড়াইবার স্থান নহে।"

তিলোত্তমা প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলেন। আবার সে দিকেও পা সরে না। কি করেন! প্রহরী ব্যস্ত হইল। ভাবিতে ভাবিতে আপনার অজ্ঞাতসারে তিলোত্তমা এক পা অগ্রসর হইলেন। তিলোত্তমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজপুত্রের দর্শনমাত্র আবার তিলোত্তমার গতিশক্তি রহিত হইল, আবার দ্বারপার্শ্বে প্রাচীর অবলম্বনে অধোমুখে দাঁড়াইলেন।

রাজপুত্র প্রথমে তিলোত্তমাকে চিনিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রমণী প্রাচীর ধরিয়া অধোমুখে দাঁড়াইল, নিকটে আইসে না দেখিয়া আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দ্বারের নিকটে আসিলেন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, চিনিতে পারিলেন।

তিলার্দ্ধ জন্য নয়নে নয়নে মিলিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিলোত্তমার চক্ষু অমনি পৃথিবীপানে নামিল; কিন্তু শরীর ঈষৎ সম্মুখে হেলিল, যেন রাজপুত্রের চরণতলে পতিত হইবেন।

রাজপুত্র কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি তিলোত্তমার দেহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া স্থির রহিল। ক্ষণপ্রস্ফুটিত হৃৎপদ্ম সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া উঠিল। রাজপুত্র কথা কহিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা!"

তিলোত্তমার হৃদয়ে শেল বিন্ধিল। "বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা?" এখনকার কি এই সম্বোধন? জগৎসিংহ কি তিলোত্তমার নামও ভুলিয়া গিয়াছেন? উভয়েই ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন। পুনর্ব্বার রাজপুত্র কথা কহিলেন, "এখানে কি অভিপ্রায়ে?"

"এখানে কি অভিপ্রায়ে!" কি প্রশ্ন! তিলোত্তমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল; চারিদিকে কক্ষ, শয্যা, প্রদীপ, প্রাচীর সকলই যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; অবলম্বনার্থ প্রাচীরে মস্তক দিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজপুত্র অনেকক্ষণ প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; কে প্রত্যুত্তর দিবে? প্রত্যুত্তরের সম্ভাবনা না দেখিয়া কহিলেন, "তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ, ফিরিয়া যাও, পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হও।"

তিলোত্তমার আর ভ্রম রহিল না, অকস্মাৎ বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ ভূতলে পতিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মোহ

জগৎসিংহ আনত হইয়া দেখিলেন, তিলোত্তমার স্পন্দন নাই। নিজ বস্ত্র দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার কোন সংজ্ঞাচিহ্ন না দেখিয়া প্রহরীকে ডাকিলেন।

তিলোত্তমার সঙ্গী তাঁহার নিকটে আসিল। জগৎসিংহ তাহাকে কহিলেন, "ইনি অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। কে ইহার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাকে আসিয়া শুশ্রূষা করিতে বল।"

প্রহরী কহিল, "কেবল আমিই সঙ্গে আসিয়াছি।"

রাজপুত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "তুমি?"

প্রহরী কহিল, "আর কেহ আইসে নাই।"

"তবে কি উপায় হইবে? কোন পৌরদাসীকে সংবাদ কর।"

প্রহরী চলিল। রাজপুত্র আবার তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "শোন, অপর কাহাকে সংবাদ দিলে গোলযোগ হইবে। আর আজ রাত্রে কে-ই বা প্রমোদ ত্যাগ করিয়া ইহার সাহায্যে আসিবে?"

প্রহরী কহিল, "সেও বটে। আর কাহাকেই বা প্রহরীরা কারাগারে প্রবেশ করিতে দিবে? অন্য কোন লোককে কারাগারে আনিতে আমার সাহস হয় না।"

রাজপুত্র কহিলেন, "তবে কি করিব? ইহার একমাত্র উপায় আছে; ঝটিতি দাসীর দ্বারা নবাবপুত্রীর নিকট একবার সংবাদ কর।"

প্রহরী দ্রুতবেগে তদভিপ্রায়ে চলিল। রাজপুত্র সাধ্যমত তিলোত্তমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন রাজপুত্র মনে কি ভাবিতেছিলেন, কে বলিবে?

রাজকুমার একাকী কারাগারে তিলোত্তমাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। যদি আয়েষার নিকট সংবাদ যাইতে না পারে, যদি আয়েষা কোন উপায় করিতে না পারেন, তবে কি হইবে?

তিলোত্তমার ক্রমে অল্প অল্প চেতনা হইতে লাগিল। সেইক্ষণেই মুক্ত দ্বারপথে জগৎসিংহ দেখিতে পাইলেন যে, প্রহরীর সঙ্গে দুইজন স্ত্রীলোক আসিতেছে। রাজপুত্র বুঝিলেন, দাসী সঙ্গে স্বয়ং আয়েষা আসিতেছেন।

আয়েষা আসিয়া রাজপুত্রকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "রাজ-পুত্র! এ কি সংবাদ?"

রাজপুত্র কি উত্তর করিবেন? উত্তর না করিয়া ভূতলশায়িনী তিলোত্তমাকে দেখাইয়া দিলেন। আয়েষা তিলোত্তমাকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

রাজপুত্র সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,—"বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।"

আয়েষা তিলোত্তমাকে একেবারে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং নিজহস্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। দাসী ব্যজন করিতে লাগিল। পূর্ব্বে তিলোত্তমার চেতনা হইয়া আসিতেছিল; এক্ষণে আয়েষার শুশ্রূষায় সম্পূর্ণরূপ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিলেন।

চারিদিক চাহিবামাত্র পূর্ব্বকথা মনে পড়িল; তৎক্ষণাৎ তিলোত্তমা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু যাইতে পারিলেন না, মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। আয়েষা তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "ভগিনী, তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ? তুমি এক্ষণে অতি দুর্ব্বল, আমার গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিবে চল, পরে তোমার যখন ইচ্ছা, তখন অভিপ্রেতস্থানে তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"

এই কথায় তিলোত্তমার কিছুমাত্র অবিশ্বাস হইল না, সুতরাং স্বীকৃতা হইলেন।

দাসী তিলোত্তমাকে লইয়া চলিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মুক্তকণ্ঠ

তিলোত্তমা ও দাসী কক্ষমধ্য হইতে গমন করিলে, আয়েষা শয্যার উপর আসিয়া বসিলেন ; তথায় আর বসিবার আসন ছিল না। জগৎসিংহ নিকটে দাঁড়াইলেন।

আয়েষা। রাজকুমার, ভাবে বোধ হইতেছে যে, আপনি আমাকে কি বলিবেন। আমা হইতে যদি কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে, তবে বলিতে সঙ্কোচ করিবেন না ; আমি আপনার কার্য্য করিতে পারিলে পরম সুখী হইব।

রাজকুমার কহিলেন, "নবাবপুত্রি, এক্ষণে আমার কিছুরই বিশেষ প্রয়োজন নাই। সেজন্য আপনার সাক্ষাতের অভিলাষী ছিলাম না। আপনার সহিত বোধ করি এই শেষ দেখা।"

জগৎসিংহের স্বর এতাদৃশ সকাতর যে, তাহাতে আয়েষাও ক্লিষ্ট হইলেন, আয়েষা কহিলেন, "আপনি এ নির্ভরসা হইতেছেন কেন? একদিনের অমঙ্গল পর দিন থাকে না।"

জগৎসিংহ কহিলেন, "আমার মনের সকল দুঃখ আপনি জানেন না, আমি জানাইতেও পারি না"

আয়েষা। কুমার! এ দারুণ দুঃখ তোমার হৃদয়মধ্যে কেন? আমাকে পর জ্ঞান করিও না। যদি সাহস দাও, তবে বলি,— বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা কি—

আয়েষার কথা শেষ হইতে না হইতেই রাজকুমার কহিলেন, "ও কথায় আর কাজ কি! সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে।"

আয়েষা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার কহিলেন, "যুবরাজ আজ যে তোমার নিকট এ ভাবে বিদায় লইব, তাহা মনে ছিল না। আমি অনেক সহ্য করিতে পারি, কিন্তু কারাগারে তোমাকে একাকী যে এ মনঃপীড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিতে রাখিয়া যাইব, তাহা পারিতেছি না।

জগৎসিংহ! তুমি আমার সঙ্গে বাহিরে আইস; অশ্বশালায় অশ্ব আছে, দিব; অদ্য রাত্রেই নিজ শিবিরে যাইও।"

রাজপুত্র কহিলেন, "এ কথা প্রকাশ হইলে তুমি তোমার পিতার নিকট যন্ত্রণা পাইবে।"

আ। তাহাতে ক্ষতি কি?—

জ। তোমার নিকট প্রাণ পর্য্যন্ত পাইয়াছি, তোমার যাহাতে যন্ত্রণা হইবে তাহা আমি কদাচ করিব না।

এমন সময় ক্রোধকম্পিত স্বরে এক ব্যক্তি কহিল,—"নবাবপুত্রি! এ উত্তম!"

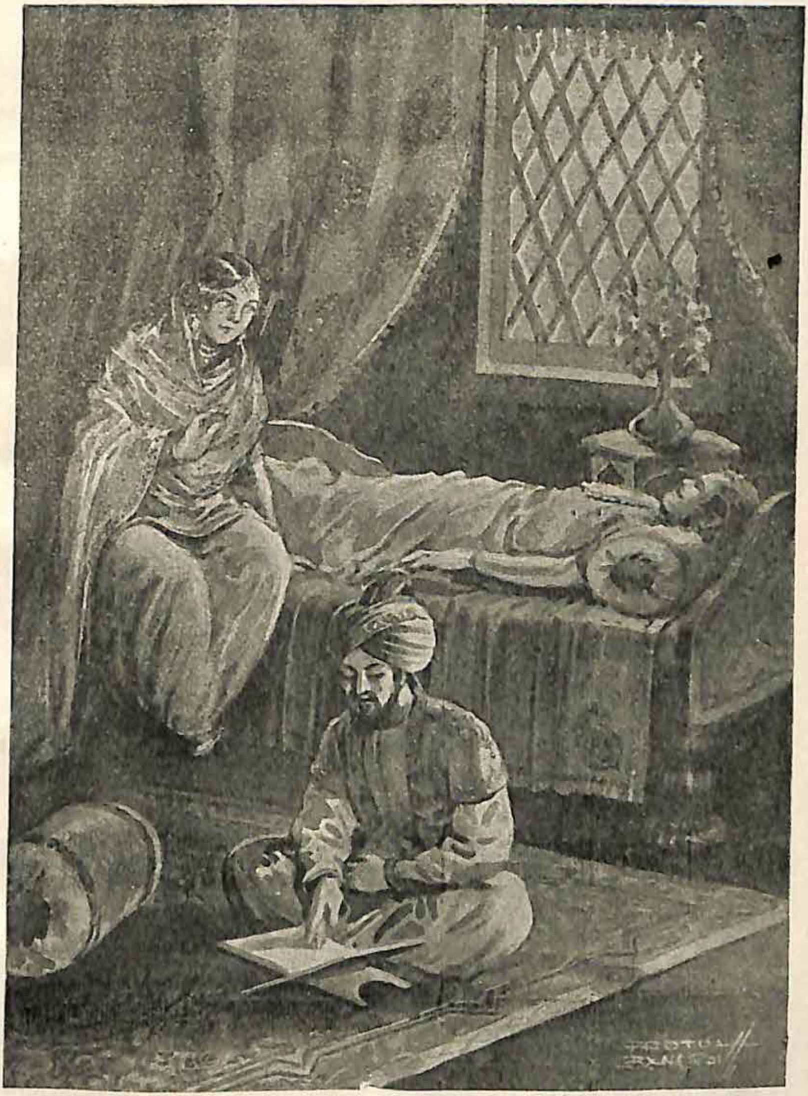
উভয়ে মুখ তুলিয়া দেখিলেন—ওস্মান।

ব্যঙ্গোক্তি শুনিবামাত্র আয়েষা ওস্মানের কথার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিয়ৎকাল পূর্ব্ববৎ স্থিরদৃষ্টিতে ওস্মানের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন; তারপর মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "ওস্মান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!"

যদি তন্মুহূর্ত্তে কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত, তবে রাজপুত কি পাঠান অধিকতর চমকিত হইতে পারিতেন না। রাজপুত্রের মনে অন্ধকার-মধ্যে যেন কেহ প্রদীপ জ্বালিয়া দিল।

আয়েষা পুনরপি কহিতে লাগিলেন, "আরও শুন, এতক্ষণ একাকিনী কি কথা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম, আমি দৌবারিকগণকে বাক্যে পারি, ধনে পারি, বশীভূত করিয়া দিব; পিতার অশ্বশালা হইতে অশ্ব দিব; বন্দী পিতৃশিবিরে এখনই চলিয়া যাউন। বন্দী নিজে পলায়নে অস্বীকৃত হইলেন। নচেৎ তুমি এতক্ষণ ইহার নখাগ্রও দেখিতে পাইতে না।"

আয়েষা অশ্রুজল মুছিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া অন্য প্রকার স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ওস্মান' এ সকল কথা বলিয়া তোমাকে ক্লেশ দিতেছি, অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি আমায় স্নেহ কর, আমি তোমায় স্নেহ করি; এ আমার অনুচিত। কিন্তু তুমি আজি আয়েষাকে



রাজপুত্রের উদ্যম দেখিয়া আয়েষা মৃদু বীণাবৎ মধুর স্বরে কহিলেন,
"স্থির থাকুন, চঞ্চল হইবেন না।"

অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছ। আয়েষা অন্য যে অপরাধ করুক, অবিশ্বাসিনী নহে। আয়েষা যে কর্ম্ম করে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে। এখন তোমার সাক্ষাৎ বলিলাম ; প্রয়োজন হয়, কাল পিতার সমক্ষে বলিব।"

পরে জগৎসিংহের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র, তুমিও অপরাধ ক্ষমা কর। যদি ওস্‌মান আজ আমাকে মনঃপীড়িত না করিতেন, তবে এ দগ্ধ হৃদয়ের তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইত না, কখনও মনুষ্যকর্ণগোচর হইত না।"

রাজপুত্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; অন্তঃকরণ সন্তাপে দগ্ধ হইতেছিল।

ওস্‌মানও কথা কহিলেন না। আয়েষা আবার বলিতে লাগিলেন, "ওস্‌মান, আবার বলি, যদি দোষ করিয়া থাকি, দোষ মার্জ্জনা করিও। আমি তোমার পূর্ব্ববৎ স্নেহপরায়ণা ভগিনী ; ভগিনী বলিয়া তুমিও পূর্ব্বস্নেহের লাঘব করিও না। কপালের দোষে সন্তাপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, ভ্রাতৃস্নেহে নিরাশ করিয়া আমায় অতল জলে ডুবাইও না।"

এই বলিয়া সুন্দরী, দাসীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা না করিয়া একাকিনী বহির্গতা হইলেন। ওস্‌মান কিয়ৎক্ষণ বিহ্বলের ন্যায় বিনাবাক্যে থাকিয়া, নিজ মন্দিরে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দাসী চরণে

সেই রজনীতে কতলু খাঁর বিলাস-গৃহমধ্যে নৃত্য হইতেছিল। বিমলা আজ নবাবের পার্শ্বেই রহিয়াছেন। চারিদিকে নাচগান চলিতেছে। নবাব সুরাপানে উন্মত্ত, এমন সময় বিমলাকে ডাকিলেন।

বিমলা কতলু খাঁর এক স্কন্ধে বাহু দিয়া কহিলেন, "দাসী শ্রীচরণে।"—অপর করে ছুরিকা—

তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর চীৎকার-ধ্বনি করিয়া বিমলাকে কতলু খাঁ দূরে নিক্ষেপ করিলেন; এবং যেই নিক্ষেপ করিলেন, অমনি আপনিও ধরাতলশায়ী হইলেন। বিমলা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আমূল তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসাইয়া দিয়াছিলেন।

"পিশাচী—সয়তানী!" কতলু খাঁ এই কথা বলিয়া চীৎকার করিলেন। "পিশাচী নহি—সয়তানী নহি—বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা স্ত্রী।" এই বলিয়া বিমলা কক্ষ-হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন।

কতলু খাঁর বাঙ্‌নিষ্পত্তি-ক্ষমতা ঝটিতি রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি সাধ্যমত চীৎকার করিতে লাগিলেন। বিবিরা যথাসাধ্য চীৎকার করিতে লাগিল। বিমলাও চীৎকার করিতে করিতে ছুটিলেন। কক্ষান্তরে গিয়া কথোপকথনশব্দ পাইলেন। বিমলা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। এক কক্ষ পরে দেখেন, তথায় প্রহরী ও খোজাগণ রহিয়াছে। চীৎকার শুনিয়া ও বিমলার ত্রস্তভাব দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

প্রত্যুৎপন্নমতি বিমলা কহিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শীঘ্র যাও, কক্ষমধ্যে মোগল প্রবেশ করিয়াছে, বুঝি নবাবকে খুন করিল।"

প্রহরী ও খোজাগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে কক্ষাভিমুখে ছুটিল। বিমলাও ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুর-দ্বারাভিমুখে পলায়ন করিলেন। দ্বারে প্রহরী প্রমোদক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল, বিমলা বিনা বিঘ্নে দ্বার অতিক্রম করিলেন, দেখিলেন, সর্ব্বত্রই প্রায় ঐরূপ, অবাধে দৌড়িতে লাগিলেন। বাহির ফটকে দেখিলেন, প্রহরিগণ জাগরিত। একজন বিমলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও, কোথা যাও?"

তখন অন্তঃপুরমধ্যে মহা কোলাহল উঠিয়াছে, সকল লোক জাগিয়া সেই দিকে ছুটিতেছিল। বিমলা কহিলেন, "বসিয়া কি করিতেছ, গোলযোগ শুনিতেছ না?"

প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের গোলযোগ?"

বিমলা কহিলেন, "অন্তঃপুরে সর্ব্বনাশ হইতেছে, নবাবের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে।"

প্রহরিগণ ফটক ফেলিয়া দৌড়িল ; বিমলা নির্ব্বিঘ্নে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বিমলা ফটক হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে, এক জন পুরুষ এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছেন। দৃষ্টিমাত্র বিমলা তাঁহাকে অভিরাম স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বিমলা তাঁহার নিকট যাইবামাত্র অভিরাম স্বামী কহিলেন, "আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইতে-ছিলাম ; দুর্গমধ্যে কোলাহল কিসের ?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "আমি বৈধব্য-যন্ত্রণার প্রতিশোধ করিয়া আসিয়াছি। এখানে আর অধিক কথায় কাজ নাই, শীঘ্র আশ্রমে চলুন ; পরে সবিশেষ নিবেদিব। তিলোত্তমা আশ্রমে গিয়াছে ত ?"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "তিলোত্তমা অগ্রে অগ্রে আশ্‌মানীর সহিত যাইতেছে, শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া উভয়ে দ্রুতবেগে চলিলেন। অচিরাৎ কুটীর-মধ্যে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ক্ষণপূর্ব্বেই আয়েষার অনুগ্রহে তিলোত্তমা আশ্‌মানীর সঙ্গে তথায় আসিয়াছেন। তিলোত্তমা অভিরাম স্বামীর পদযুগলে প্রণত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অভিরাম স্বামী তাঁহাকে স্থির করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় তোমরা দুরাত্মার হস্ত হইতে মুক্ত হইলে, এখন আর তিলার্দ্ধ এ দেশে তিষ্ঠান নহে। যবনেরা সন্ধান পাইলে এবারে প্রাণে মারিয়া প্রভুর মৃত্যুশোক নিবারণ করিবে। আমরা অদ্য রাত্রিতে এস্থান ত্যাগ করিয়া যাই চল।"

সকলেই এ পরামর্শে সম্মত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অন্তিম কাল

বিমলার পলায়নের ক্ষণমাত্র পরেই একজন কর্ম্মচারী অতি ব্যস্তে জগৎসিংহের কারাগার মধ্যে আসিয়া কহিল, "যুবরাজ! নবাব সাহেবের মৃত্যুকাল উপস্থিত, তিনি আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।"

যুবরাজ চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "সে কি !"

রাজপুরুষ কহিলেন, "অন্তঃপুর মধ্যে শত্রু প্রবেশ করিয়া নবাব সাহেবকে আঘাত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এখনও প্রাণত্যাগ হয় নাই, কিন্তু আর বিলম্ব নাই, আপনি ঝটিতি চলুন, নচেৎ সাক্ষাৎ হইবে না।"

রাজপুত্র কহিলেন, "এ সময়ে আমার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন ?"

দূত কহিল, "কি জানি ? আমি বার্ত্তাবহ মাত্র।"

যুবরাজ দূতের সহিত অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখেন যে, কতলু খাঁর জীবন-প্রদীপ সত্য সত্যই নির্ব্বাণ হইয়া আসিয়াছে।

যুবরাজ প্রবেশমাত্র খ্বাজা ইসা নামে অমাত্য তাঁহার কর ধরিয় কতলু খাঁর নিকটে লইলেন ও উচ্চস্বরে কহিলেন, "যুবরাজ জগৎসিংহ আসিয়াছেন।"

কতলু খাঁ ক্ষীণ স্বরে কহিলেন,—"যুদ্ধ—কাজ নাই—সন্ধি—"

যুবরাজ কহিলেন, "পাঠানেরা দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করিলে আমি সন্ধির জন্য অনুরোধ করিতে স্বীকার করিলাম।"

"বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা—আয়েষার মতই পবিত্রা—তুমি তাহাকে—"

আর কথা সরিল না ; নবাব কতলু খাঁর প্রাণবিয়োগ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রতিযোগিতা

জগৎসিংহ কারামুক্ত হইয়া পিতৃশিবিরে গমনানন্তর নিজ স্বীকারানুযায়ী মোগল পাঠানে সন্ধিসম্বন্ধ করাইলেন। নবপ্রীতি সংবর্দ্ধনার্থ কতলু খাঁর পুত্রদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রধান রাজমন্ত্রী খ্বাজা ইসা ও সেনাপতি ওস্‌মান রাজা মানসিংহের শিবিরে গমন করিলেন ; অসংখ্য হস্তী আর অন্যান্য মহার্ঘ্য দ্রব্য উপঢৌকন

দিয়া রাজার পরিতোষ জন্মাইলেন; রাজাও তাঁহাদিগের বহুবিধ সম্মান করিয়া সকলকে খেলোয়াৎ দিয়া বিদায় করিলেন।

পরিশেষে রাজপুত সেনার পাটনায় যাত্রার সময় আগত হইলে, জগৎসিংহ এক দিবস অপরাহ্ণে সহচর সমভিব্যাহারে পাঠান-দুর্গে ওস্‌মান প্রভৃতির নিকট বিদায় লইতে গমন করিলেন। ওস্মান সামান্য কথাবার্ত্তা কহিয়া রাজপুত্রকে বিদায় দিলেন।

জগৎসিংহ ওস্মানের নিকট ক্ষুণ্ণমনে বিদায় লইয়া আয়েষার নিকট বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে চলিলেন। একজন অন্তঃপুর-রক্ষী দ্বারা আয়েষার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

খোজা কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, "নবাবপুত্রী বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।"

রাজপুত্র সম্বর্দ্ধিত বিষাদে আত্মশিবিরাভিমুখ হইলেন। দুর্গদ্বারে দেখিলেন, ওস্মান তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাজপুত্র ওস্মানকে দেখিয়া পুনরপি অভিবাদন করিয়া চলিয়া যান, ওস্মান পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজপুত্র কহিলেন, "সেনাপতি মহাশয়, আপনার যদি কোন আজ্ঞা থাকে, প্রকাশ করুন, আমি প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হই!"

ওস্মান কহিলেন, "আপনার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে, এত সহচর সাক্ষাৎ তাহা বলিতে পারিব না, সহচরদিগকে অগ্রসর হইতে অনুমতি করুন, একাকী আমার সঙ্গে আসুন।"

রাজপুত্র বিনা সঙ্কোচে সহচরগণকে অগ্রসর হইতে বলিয়া দিয়া একা অশ্বারোহণে পাঠানের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; ওস্‌মানও অশ্ব আনাইয়া আরোহণ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ওস্‌মান রাজপুত্রসঙ্গে এক নিবিড় শাল-বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনের মধ্যস্থলে এক ভগ্ন অট্টালিকা ছিল; বোধ হয়, অতি পূর্ব্বকালে কোন রাজবিদ্রোহী এ স্থলে আসিয়া কাননাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিল। শালবৃক্ষে অশ্ব বন্ধন করিয়া ওস্‌মান রাজপুত্রকে সেই অট্টালিকার মধ্যে লইয়া গেলেন। অট্টালিকা মনুষ্যশূন্য। মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তাহার এক-

পার্শ্বে এক যাবনিক সমাধিখাত প্রস্তুত রহিয়াছে, অথচ শব নাই; অপর পার্শ্বে চিতা-সজ্জা রহিয়াছে ; অথচ কোন মৃতদেহ নাই।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কি ?"

ওস্মান কহিলেন, "এ সকল আমার আজ্ঞাক্রমে হইয়াছে ; আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে মহাশয় আমাকে এই কবরমধ্যে সমাধিস্থ করিবেন, কেহ জানিবে না ; যদি আপনি দেহত্যাগ করেন, তবে এই চিতায় ব্রাহ্মণ দ্বারা আপনার সৎকার করাইব, অপর কেহ জানিবে না।"

রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ সকল কথার তাৎপর্য্য কি ?"

ওস্মান কহিলেন, "আমরা পাঠান—অন্তঃকরণ প্রজ্বলিত হইলে উচিতানুচিত বিবেচনা করি না ; এ পৃথিবীর মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না, একজন এইখানে প্রাণত্যাগ করিব।"

তখন রাজপুত্র আদ্যোপান্ত বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন ; "আপনার কি অভিপ্রায় ?"

ওস্মান কহিলেন, "সশস্ত্র আছ, আমার সহিত যুদ্ধ কর। সাধ্য হয় আমাকে বধ করিয়া আপনার পথ মুক্ত কর, নচেৎ আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া আমার পথ ছাড়িয়া যাও।"

এই বলিয়া ওস্মান জগৎসিংহকে প্রত্যুত্তের অবকাশ দিলেন না, অসি-হস্তে তৎপ্রতি আক্রমণ করিলেন। রাজপুত্র অগত্যা আত্মরক্ষার্থে শীঘ্রহস্তে কোষ হইতে অসি বাহির করিয়া ওস্মানের আঘাতের প্রতিঘাত করিতে লাগিলেন। ওস্মান রাজপুত্রের প্রাণনাশে পুনঃ পুনঃ বিষমোদ্যম করিতে লাগিলেন ; রাজপুত্র ভ্রমক্রমেও ওস্মানকে আঘাতের চেষ্টা করিলেন না ; কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। উভয়েই শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত, বহুক্ষণ যুদ্ধ হইলে, কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিলেন না, ফলতঃ পাঠানের অস্ত্রাঘাতে রাজপুত্রের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল ; রুধিরে অঙ্গ প্লাবিত হইল। ওস্মানকে তিনি একবারও আঘাত করেন নাই, সুতরাং ওস্মান

অক্ষত। রক্তস্রাবে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল দেখিয়া আর এরূপ সংগ্রামে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া জগৎসিংহ কাতরস্বরে কহিলেন, "ওস্‌মান, ক্ষান্ত হও, আমি পরাভব স্বীকার করিলাম।"

ওস্‌মান উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "এ ত জানিতাম না যে, রাজপুত সেনাপতি মরিতে ভয় পায়; যুদ্ধ কর, আমি তোমায় বধ করিব, ক্ষমা করিব না। তুমি জীবিত থাকিতে আয়েষাকে পাইব না।"

রাজপুত্র কহিলেন, "আমি আয়েষার অভিলাষী নহি।"

ওস্‌মান অসি ঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "তুমি আয়েষার অভিলাষী নও, আয়েষা তোমার অভিলাষী। যুদ্ধ কর, ক্ষমা নাই।"

রাজপুত্র অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না। তুমি অসময়ে আমার উপকার করিয়াছ; আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

ওসমান সক্রোধে রাজপুত্রকে পদাঘাত করিলেন, কহিলেন, "যে সিপাহি যুদ্ধ করিতে ভয় পায়, তাহাকে এইরূপে যুদ্ধ করাই।"

রাজকুমারের আর ধৈর্য্য রহিল না। শীঘ্রহস্তে ত্যক্ত প্রহরণ ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া শৃগাল-দংশিত সিংহবৎ প্রচণ্ড লম্ফ দিয়া রাজপুত্র পাঠানকে আক্রমণ করিলেন। সে দুর্দ্দম প্রহার পাঠান সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজপুত্রের বিশাল শরীরাঘাতে ওসমান ভূমিশায়ী হইলেন। রাজপুত্র তাঁহার বক্ষোপরি আরোহণ করিয়া হস্ত হইতে অসি উন্মোচন করিয়া লইলেন এবং নিজ করস্থ প্রহরণ তাঁহার গলদেশে স্থাপন করিয়া কহিলেন, "কেমন, সমর-সাধ মিটিয়াছে ত?"

ওস্‌মান কহিলেন, "জীবন থাকিতে নহে।"

রাজপুত্র কহিলেন, "এখনই ত জীবন শেষ করিতে পারি?"

ওস্‌মান কহিলেন, "কর, নচেৎ তোমার বধাভিলাষী শত্রু জীবিত থাকিবে।"

জগৎসিংহ কহিলেন, "থাকুক, রাজপুত তাহাতে ডরে না; তোমার জীবন শেষ করিতাম, কিন্তু তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে, আমিও করিলাম।"

এই বলিয়া দুই চরণের সহিত ওস্মানের দুই হস্ত বদ্ধ রাখিয়া, একে একে তাঁহার সকল অস্ত্র শরীর হইতে হরণ করিলেন; তখন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া কহিলেন, "এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে যাও, তুমি পাঠান হইয়া রাজপুতের শরীরে পদাঘাত করিয়াছিলে, এইজন্য তোমার এ দশা করিলাম, নচেৎ রাজপুতেরা এত কৃতঘ্ন নহে যে, উপকারীর অঙ্গস্পর্শ করে।"

ওস্মান মুক্ত হইলে, আর একটি কথা না কহিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক একেবারে দুর্গাভিমুখে দ্রুতগমনে চলিলেন।

রাজপুত্র বস্ত্র দ্বারা প্রাঙ্গণস্থ কূপ হইতে জল আহরণ করিয়া গাত্র ধৌত করিলেন; গাত্র ধৌত করিয়া শালতরু হইতে অশ্বমোচন-পূর্ব্বক আরোহণ করিলেন। অশ্বারোহণ করিয়া দেখেন, অশ্বের বলগায় লতাগুল্মাদির দ্বারা একখানি লিপি বাঁধা রহিয়াছে। বল্‌গা হইতে পত্র মোচন করিয়া দেখিলেন যে, পত্রখানি মনুষ্যের কেশ দ্বারা বদ্ধ করা আছে, তাহার উপরিভাগে লেখা আছে যে, "এই পত্র দুই দিবস মধ্যে খুলিবেন না, যদি খুলেন, তবে ইহার উদ্দেশ্য বিফল হইবে।"

রাজপুত্র ক্ষণেক চিন্তা করিয়া লেখকের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করাই স্থির করিলেন। পত্র কবচমধ্যে রাখিয়া অশ্বে কষাঘাত করিয়া শিবিরাভিমুখে চলিলেন।

রাজপুত্র শিবিরে উপনীত হইবার পরদিন [illegible]য় এক লিপি দূতহস্তে পাইলেন। এই লিপি আয়েষার প্রেরিত। কিন্তু তদ্‌বৃত্তান্ত পরপরিচ্ছেদে বক্তব্য।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

আয়েষার পত্র

জগৎসিংহ আয়েষার পত্র পাইয়া পড়িতে লাগিলেন ঃ

"রাজকুমার !

আর একবার মাত্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব মানস আছে। যদি তুমি এ প্রদেশে বিবাহ কর, তবে আমাকে সংবাদ দিও ; আমি তোমার বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়া তোমার বিবাহ দিব। যিনি তোমার মহিষী হইবেন, তাঁহার জন্য কিছু সামান্য অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম ; যদি সময় পাই, স্বহস্তে পরাইয়া দিব।

আর এক প্রার্থনা। যখন আয়েষার মৃত্যুসংবাদ তোমার নিকট যাইবে, তখন একবার এদেশে আসিও। তোমার নিমিত্ত সিন্দুক মধ্যে যাহা রহিল, তাহা আমার অনুরোধে গ্রহণ করিও। আর কি লিখিব ? অনেক কথা লিখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করিবেন, আয়েষার কথা মনে করিয়া কখনও দুঃখিত হইও না।"

জগৎসিংহ পত্র পাঠ করিয়া বহুক্ষণ তাম্বুমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে অকস্মাৎ একখানা কাগজ লইয়া নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া দূতের হস্তে দিলেন।

"আয়েষা, তুমি রমণীরত্ন। তোমার পত্রে আমি কাতর হইয়াছি। এ পত্রের যে উত্তর, তাহা এক্ষণে দিতে পারিলাম না। আমাকে ভুলিও না। যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে এক বৎসর পরে ইহার উত্তর দিব।"

দূত এই প্রত্যুত্তর পাইয়া চলিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ

যে পর্য্যন্ত তিলোত্তমা আশ্‌মানীর সঙ্গে আয়েষার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত আর কেহ তাঁহার কোন সংবাদ পায় নাই ; তিলোত্তমা, বিমলা, আশ্‌মানী, অভিরাম স্বামী, কাহারও কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। যখন মোগল-পাঠানে সন্ধিসম্বন্ধ হইল, তখন বীরেন্দ্রসিংহ আর তৎপরিজনের অশ্রুতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা সকল স্মরণ করিয়া উভয়পক্ষেই সম্মত হইলেন যে, বীরেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যার অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে গড় মান্দারণে পুনরবস্থাপিত করা যাইবে। সেই কারণেই ওস্‌মান, খ্‌ৱাজা ইসা, মানসিংহ প্রভৃতি সকলেই তাহাদিগের বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন ; কিন্তু তিলোত্তমার আশ্‌মানীর সঙ্গে আয়েষার নিকট হইতে আসা ব্যতীত আর কিছুই কেহ অবগত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে মানসিংহ নিরাশ হইয়া একজন বিশ্বাসী অনুচরকে গড় মান্দারণে স্থাপন করিয়া এই আদেশ করিলেন যে, "তুমি এইখানে থাকিয়া জায়গীরদারের স্ত্রী-কন্যার উদ্দেশ করিতে থাক ; সন্ধান পাইলে তাহাদিগকে দুর্গে স্থাপনা করিয়া আমার নিকট যাইবে, আমি তোমাকে পুরস্কৃত করিব এবং অন্য জায়গীর দিব।"

এইরূপ স্থির করিয়া মানসিংহ পাটনায় গমনোদ্যোগী হইলেন।

মৃত্যুকালে কতলু খাঁর মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে জগৎসিংহের হৃদয়মধ্যে কোন ভাবান্তর জন্মিয়াছিল কি না, তাহা কিছুই প্রকাশ পাইল না। জগৎসিংহ অর্থব্যয় এবং শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যত্ন কেবল পূর্ব্বসম্বন্ধের স্মৃতিজনিত, কি যে যে অপরাপর কারণে মানসিংহ প্রভৃতি সেইরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সেই কারণসম্ভূত, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। যত্ন যে কারণেই হইয়া থাকুক, বিফল হইল।

মানসিংহের সেনাসকল শিবির ভঙ্গ করিতে লাগিল ; পরদিন

প্রভাতে "কুচ" করিবে। যাত্রার পূর্ব্ব দিবস অশ্ববল্‌গায় প্রাপ্ত লিপি পড়িবার সময় উপনীত হইল। রাজপুত্র কৌতূহলী হইয়া লিপি খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে কেবল এইমাত্র লেখা আছে, "যদি ধর্ম্মভয় থাকে, যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে, তবে পত্রপাঠমাত্র এই স্থানে একা আসিবে। ইতি

অহং ব্রাহ্মণঃ।"

রাজপুত্র লিপিপাঠে চমৎকৃত হইলেন। একবার মনে করিলেন, কোন শত্রুর চাতুরীও হইতে পারে, যাওয়া উচিত কি? রাজপুত-হৃদয়ে ব্রহ্মশাপের ভয় ভিন্ন অন্য ভয় প্রবল নহে; সুতরাং যাওয়াই স্থির হইল। অতএব নিজ অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন যে, যদি তিনি সৈন্যযাত্রার মধ্যে না আসিতে পারেন, তবে তাহারা তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিবে না; সৈন্য অগ্রগামী হয়, হানি নাই, পশ্চাৎ বর্দ্ধমানে কি রাজমহলে তিনি মিলিত হইতে পারিবেন। এইরূপ আদেশ করিয়া জগৎসিংহ একাকী শালবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্ব কথিত ভগ্নাট্টালিকা-দ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্র পূর্ব্ববৎ শালবৃক্ষে অশ্ববন্ধন করিলেন। ইতস্ততঃ দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। পরে অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, প্রাঙ্গণে পূর্ব্ববৎ একপার্শ্বে সমাধিমন্দির, একপার্শ্বে চিতাসজ্জা রহিয়াছে; চিতাকাষ্ঠের উপর একজন ব্রাহ্মণই বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণ অধোমুখে বসিয়া রোদন করিতেছেন।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি আমাকে এখানে আসিতে আজ্ঞা করিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণ মুখ তুলিলেন; রাজপুত্র জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলেন, ইনি অভিরাম স্বামী।

রাজপুত্রের মনে একেবারে বিস্ময়, কৌতূহল, আহ্লাদ, এই তিনেরই আবির্ভাব হইল; প্রণাম করিয়া ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "দর্শন জন্য যে কত উদ্যোগ পাইয়াছি, কি বলিব। এখানে অবস্থিতি কেন?"

অভিরাম স্বামী চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "আপাততঃ এইখানেই বাস।"

স্বামীর উত্তর শুনিতে না শুনিতেই রাজপুত্র প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। "আমাকে স্মরণ করিয়াছেন কি জন্য? রোদনই বা কেন?"

অভিরাম স্বামী কহিলেন, "যে কারণে রোদন করিতেছি, সেই কারণেই তোমাকে ডাকিয়াছি; তিলোত্তমার মৃত্যুকাল উপস্থিত।"

ধীরে ধীরে, মৃদু মৃদু, তিল তিল করিয়া যোদ্ধপতি সেইখানে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। তখন আদ্যোপান্ত সকল কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল; একে একে অন্তঃকরণ মধ্যে দারুণ তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত হইতে লাগিল। দেবালয়ে প্রথম সন্দর্শন, শৈলেশ্বর-সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা, কক্ষমধ্যে প্রথম পরিচয়; সেই কালরাত্রির ঘটনা, তিলোত্তমার মূর্চ্ছাবস্থার মুখ, কারাগারমধ্যে নিজ নির্দ্দয় ব্যবহার, পরে এক্ষণকার এই বনবাসে মৃত্যু, এই সকল একে একে রাজকুমারের হৃদয়ে আসিয়া ঝটিকা-প্রঘাতবৎ লাগিতে লাগিল। পূর্ব্ব হুতাশন শতগুণ প্রচণ্ড জ্বালার সহিত জ্বলিয়া উঠিল।

রাজপুত্র অনেকক্ষণ মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন। অভিরাম স্বামী বলিতে লাগিলেন, "যে দিন বিমলা শত্রুবধ করিয়া বৈধব্যের প্রতিশোধ করিয়াছিল, সেই দিন অবধি আমি কন্যা-দৌহিত্রী লইয়া পাঠানভয়ে নানাস্থানে অজ্ঞাতে ভ্রমণ করিতেছিলাম, সেইদিন অবধি তিলোত্তমার রোগের সঞ্চার। যে কারণে রোগের সঞ্চার, তাহা তুমি বিশেষ অবগত আছ।"

জগৎসিংহের হৃদয়ে শেল বিঁধিল।

"সে অবধি তাহাকে নানা স্থানে রাখিয়া নানামত চিকিৎসা করিয়াছি, নিজে যৌবনাবধি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, অনেক রোগের চিকিৎসা করিয়াছি; অন্যের অজ্ঞাত অনেক ঔষধ জানি; কিন্তু যে রোগ হৃদয়মধ্যে, চিকিৎসায় তার প্রতীকার নাই। এই স্থান অতি নির্জ্জন বলিয়া ইহারই মধ্যে এক নিভৃত অংশে আজ পাঁচ সাত

দিন বসতি করিতেছি। দৈবযোগে এখানে তুমি আসিয়াছ দেখিয়া তোমার অশ্ববলগায় পত্র বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। পূর্ব্বাবধি অভিলাষ ছিল যে, তিলোত্তমাকে রক্ষা করিতে না পারিলে, তোমার সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করাইয়া অন্তিম কালে তাহার অন্তঃকরণকে তৃপ্ত করিব। সেই জন্যই তোমাকে আসিতে লিখিয়াছি। তখনও তিলোত্তমার আরোগ্যের ভরসা দূর হয় নাই; কিন্তু বুঝিয়াছিলাম যে, দুই দিন মধ্যে কিছু উপশম না হইলে চরম কাল উপস্থিত হইবে। এই জন্য দুই দিন পরে পত্র পড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। এক্ষণে যে ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। তিলোত্তমার জীবনের আর কোন আশা নাই; জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে।”

এই বলিয়া অভিরাম স্বামী পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন। জগৎসিংহও রোদন করিতেছিলেন।

স্বামী পুনশ্চ কহিলেন, “অকস্মাৎ তোমার তিলোত্তমাসন্নিধানে যাওয়া হইবে না; কি জানি, যদি এ অবস্থায় উল্লাসের আধিক্য সহ্য না হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, তোমাকে আসিতে সংবাদ দিয়াছি, তোমার আসার সম্ভাবনা আছে। এই ক্ষণে আসার সংবাদ দিয়া আসি, পশ্চাৎ সাক্ষাৎ করিও।”

এই বলিয়া পরমহংস যে দিকে ভগ্নাট্টালিকার অন্তঃপুর, সেই দিকে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজপুত্রকে কহিলেন, “আইস।”

রাজপুত্র পরমহংসের সঙ্গে অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন। দেখিলেন, একটি কক্ষ অভগ্ন আছে, অভ্যন্তরে জীর্ণ ভগ্ন পালঙ্ক, তদুপরি ব্যাধিক্ষীণা তিলোত্তমা শয়নে রহিয়াছে; নিকটে একটি বিধবা বসিয়া অঙ্গে হস্তমার্জ্জন করিতেছে; সে নিরাভরণা, মলিনা, দীনা বিমলা।

যখন রাজপুত্র আসিয়া তিলোত্তমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন, তখন তিলোত্তমা নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন। অভিরাম স্বামী ডাকিয়া কহিলেন, “তিলোত্তমে! রাজকুমার জগৎসিংহ আসিয়াছেন।”

তিলোত্তমা নয়ন উন্মীলিত করিয়া জগৎসিংহের প্রতি চাহিলেন; সে দৃষ্টি কোমল, কেবল স্নেহব্যঞ্জক, তিরস্করণাভিলাষের চিহ্নমাত্র-বর্জ্জিত। তিলোত্তমা চাহিবামাত্র দৃষ্টি বিনত করিলেন; দেখিতে দেখিতে লোচনে দর-দর ধারা বহিতে লাগিল। রাজকুমার আর থাকিতে পারিলেন না; লজ্জা দূরে গেল; তিলোত্তমার পদপ্রান্তে বসিয়া নীরব নয়নাসারে তাঁহার দেহলতা সিক্ত করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সফলে নিষ্ফল স্বপ্ন

পিতৃহীনা অনাথিনী রুগ্না শয্যায় ;—জগৎসিংহ তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দিনের পর দিন শুশ্রূষা করিতেছেন।

যেমন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ বিন্দু বিন্দু তৈলসঞ্চারে ধীরে ধীরে আবার হাসিয়া উঠে, জগৎসিংহকে পাইয়া তিলোত্তমা তদ্রূপ দিনে দিনে পুনর্জ্জীবন পাইতে লাগিলেন। ক্রমে কিছুদিনের মধ্যেই তিলোত্তমা সবলা হইয়া পালঙ্কোপরি বসিতে পারিলেন। তারপর বাহিরে আসিয়া ক্রমে বেড়াইতে লাগিলেন। আর কোন রোগের চিহ্ন রহিল না।

একদিন প্রদোষকালে অভিরাম স্বামী কক্ষান্তরে প্রদীপের আলোকে বসিয়া পুঁথি পড়িতেছিলেন। রাজপুত্র তথায় গিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "মহাশয়, আমার এক নিবেদন, তিলোত্তমা এক্ষণে স্থানান্তর গমনের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন, অতএব আর এ ভগ্নগৃহে কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি ? কাল যদি মন্দ দিন না হয়, তবে গড় মান্দারণে লইয়া চলুন। আর যদি আপনার অনভিমত না হয়, তবে অম্বরের বংশে দৌহিত্রী সম্প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।"

অভিরাম স্বামী পুঁথি ফেলিয়া উঠিয়া রাজপুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, পুঁথির উপর যে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা জ্ঞান নাই।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সমাপ্তি

অভিরাম স্বামী গড় মান্দারণে গমন করিয়া মহাসমারোহের সহিত দৌহিত্রীকে জগৎসিংহের পাণিগ্রহিত্রী করিলেন।

আয়েষার প্রার্থনামতে জগৎসিংহ তাঁহাকেও সংবাদ করিয়াছিলেন। আয়েষা নিজ কিশোরবয়স্ক সহোদরকে সঙ্গে লইয়া এবং আর আর পৌরবর্গে বেষ্টিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

বিবাহ কার্য্য নিশীথে সমাপ্ত হইল। আয়েষা তখন সহচরগণ সহিত প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিলেন, হাসিয়া বিমলার নিকট বিদায় লইলেন।

বিমলার নিকট হইতে আসিয়া আয়েষা তিলোত্তমাকে ডাকিয়া এক নিভৃত কক্ষে আনিলেন। তিলোত্তমার কর ধারণ করিয়া

কহিলেন, "ভগিনি ! আমি চলিলাম। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি, তুমি অক্ষয় সুখে কালযাপন কর। তুমি আয়েষাকে ভুলিয়া যাইবে না ?"

তিলোত্তমা কহিলেন, "আবার কতদিনে আপনার সাক্ষাৎ পাইব ?"

আয়েষা কহিলেন, "সাক্ষাৎ হউক বা না হউক, তুমি আয়েষাকে ভুলিয়া যাইবে না ?"

তিলোত্তমা হাসিয়া কহিলেন, "আয়েষাকে ভুলিলে যুবরাজ আমার মুখ দেখিবেন না।"

আয়েষা গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিলেন, "এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। তুমি আমার কথা কখনও যুবরাজের নিকট তুলিও না। একথা অঙ্গীকার কর।"

তিলোত্তমা অঙ্গীকার করিলেন। আয়েষা কহিলেন, "অথচ বিস্মৃতও হইও না, স্মরণার্থ যে চিহ্ন দিই, তাহা ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া আয়েষা দাসীকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞামত দাসী গজদন্তনির্ম্মিত পাত্রমধ্যস্থ রত্নালঙ্কার আনিয়া দিল। আয়েষা দাসীকে বিদায় দিয়া সেই সকল অলঙ্কার স্বহস্তে তিলোত্তমার অঙ্গে পরাইতে লাগিলেন।

তিলোত্তমা ধনাঢ্য ভূস্বামিকন্যা ; তথাপি সে অলঙ্কাররাশির অদ্ভুত শিল্প-রচনা এবং তন্মধ্যবর্ত্তী বহুমূল্য হীরকাদি রত্নরাজির অসাধারণ তীব্র দীপ্তি দেখিয়া চমৎকৃতা হইলেন। বস্তুতঃ আয়েষা পিতৃদত্ত নিজ অঙ্গভূষণরাশি নষ্ট করিয়া তিলোত্তমার জন্য অন্যজনদুর্ল্লভ এই সকল রত্নভূষা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিলোত্তমা তত্তাবতের গৌরব করিতে লাগিলেন। আয়েষা কহিলেন, "ভগিনি, এ সকলের প্রশংসা করিও না। তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁহার চরণরেণুর তুল্য নহে।" এ কথা বলিতে বলিতে আয়েষা কত ক্লেশে যে চক্ষের জল সংবরণ করিলেন, তিলোত্তমা তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

অলঙ্কারসন্নিবেশ সমাধা হইলে, আয়েষা তিলোত্তমার দুইটি হস্ত ধরিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ সরল প্রেম-প্রতিম মুখ দেখিয়া ত বোধ হয়, রাজকুমার কখন মনঃপীড়া পাইবেন না। যদি বিধাতার অন্যরূপ ইচ্ছা না হইল, তবে তাঁহার চরণে এই ভিক্ষা যে, যেন ইহার দ্বারা তাঁহার চিরসুখ সম্পাদন করেন।

তিলোত্তমাকে কহিলেন, "তিলোত্তমা। আমি চলিলাম। তোমার স্বামী ব্যস্ত থাকিতে পারেন, তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া কালহরণ করিব না। জগদীশ্বর তোমাদিগকে দীর্ঘায়ু করিবেন। আমি যে রত্নগুলি দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর—তোমার সাররত্ন হৃদয়মধ্যে রাখিও।"

"তোমার সাররত্ন" বলিতে আয়েষার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; তিলোত্তমা দেখিলেন, আয়েষার নয়নপল্লব জলভারস্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতেছে।

তিলোত্তমা সমদুঃখিনীর ন্যায় কহিলেন, "কাঁদিতেছ কেন ?" অমনি আয়েষার নয়ন-বারিস্রোত দরদরিত হইয়া বহিতে লাগিল।

আয়েষা আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া দোলারোহণ করিলেন।

আয়েষা যখন আপন আবাসগৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখনও রাত্রি আছে। আয়েষা বেশ ত্যাগ করিয়া শীতল-পবনপথ কক্ষবাতায়নে দাঁড়াইলেন। নিজ পরিত্যক্ত বসনাধিককোমল নীলবর্ণ গগনমণ্ডলমধ্যে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলিতেছে; মৃদুপবনহিল্লোলে অন্ধকারস্থিত বৃক্ষ সকলের পত্র মুখরিত হইতেছে। দুর্গশিরে পেচক মৃদু-গম্ভীর নিনাদ করিতেছে। সম্মুখে দুর্গপ্রাকার-মূলে, যেখানে আয়েষা দাঁড়াইয়া আছেন, তাহারই নীচে, জল-পরিপূর্ণ দুর্গ পরিখা নীরবে আকাশপটপ্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

আয়েষা বাতায়নে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। একবার মনে করিতেছিলেন, "এই রস পান করিয়া এখনই সকল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি।" আবার ভাবিতেছিলেন, "এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন ? যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন ? জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন ?"

আবার অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে পরিলেন। আবার কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন। ভাবিলেন, "এ লোভ সংবরণ 'করা রমণীর অসাধ্য। প্রলোভনকে দূর করাই ভাল।"

এই বলিয়া আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গ-পরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

—সমাপ্ত—